শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

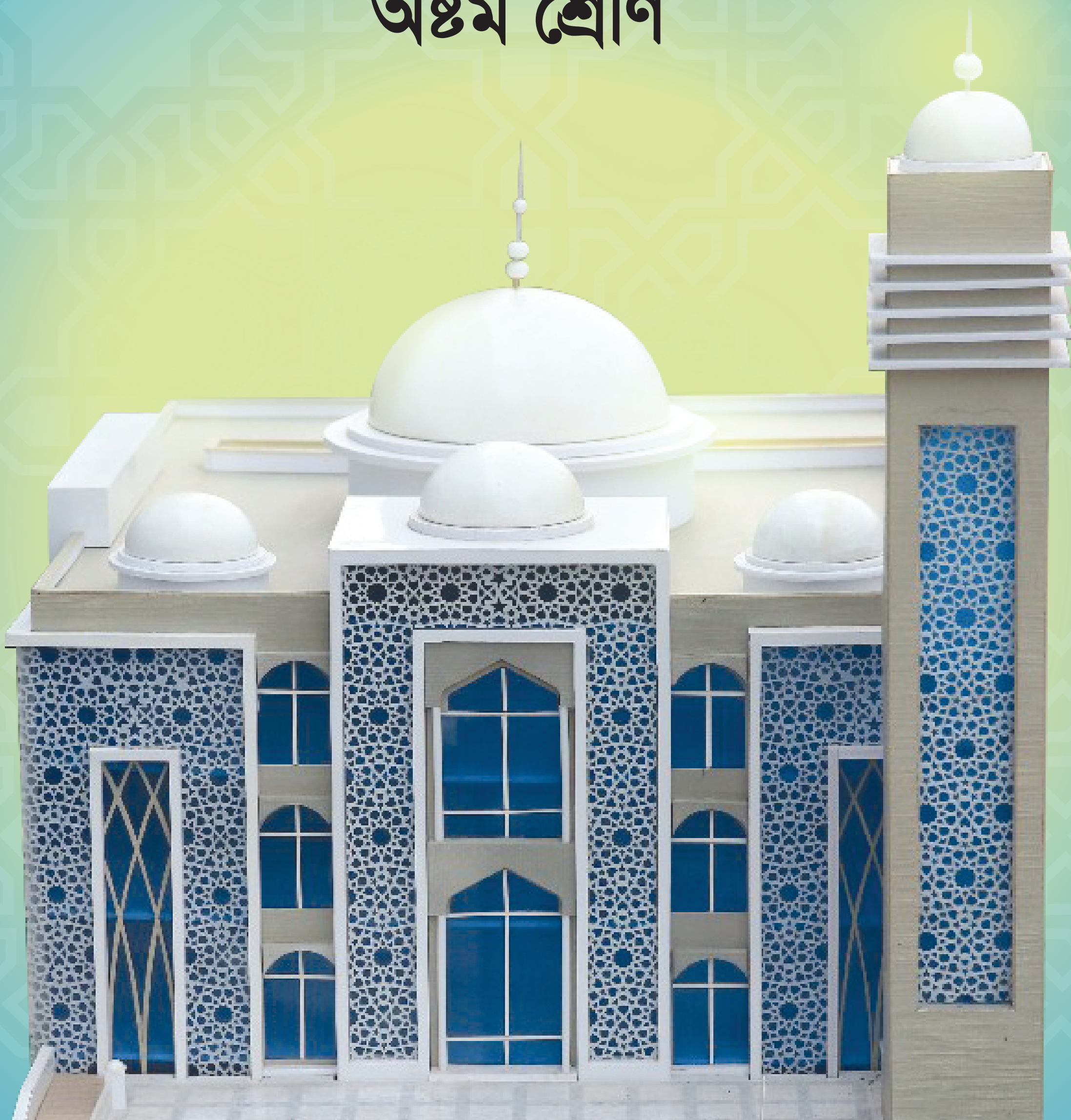

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

হাইটেক পার্ক আইটি সংক্রান্ত সকল সামগ্রী তৈরি, আমদানি ও রপ্তানি করার সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন। বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার টেকনোলজি পার্কসহ সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় আরও হাইটেক পার্ক নির্মাণাধীন রয়েছে। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশই হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এসব পার্কে তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে। দেশের তরুণরা এসব কারখানায় কাজ করার ও শেখার সুযোগ পাবে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা করে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
ড. মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মদ আবুল কাশেম
মোঃ নাজমুল হাছান
মোঃ মোস্তফা কামাল
নাজমুল হাসান জুন্নুন
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ...., ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স
নূর-ই-ইলাহী
মো: আ: হান্নান বিশ্বাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইসলাম শিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা	১
২	অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন	২
৩	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা	৩
৪	শিখন অভিজ্ঞতা-১: আকাইদ জেনে ইসলামি আকিদাহ গড়ি, বাস্তব জীবনে (চেকলিস্ট অনুসারে) অনুশীলন করি।	৩
৫	শিখন অভিজ্ঞতা-২: সালাতের গল্প বলার আসরে নফল সালাত জানি, নিয়মিত নফল সালাত আদায় করি।	২৫
৬	শিখন অভিজ্ঞতা-৩: বিগত রমজান ও সাওমের স্মৃতি স্মরণ করি, সাওমের শিক্ষায় জীবন গড়ি।	৩৫
৭	শিখন অভিজ্ঞতা-৪: যাকাত বিষয়ক কুইজে অংশ নেই, যাকাত সম্পর্কে জানি।	৪৩
৮	শিখন অভিজ্ঞতা-৫: হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার নেই, হজের সঠিক নিয়ম জানি।	৫২
৯	শিখন অভিজ্ঞতা-৬: কুরআন ও হাদিস শেখার কর্মশালায় অংশ নেই, নিজে শিখি ও অন্যকে শেখাই।	৬৩
১০	শিখন অভিজ্ঞতা-৭: নিজের ভালো-মন্দগুণ যাচাই করি, উত্তম আখলাক গঠন করি।	৭২
১১	শিখন অভিজ্ঞতা-৮: ইসলামের মহামানবদের জীবনাদর্শ অনুসন্ধান করি, তাঁদের আদর্শে জীবন গড়ি।	৮৫
১২	শিখন অভিজ্ঞতা-৯: ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব জানি, সবাই মিলে ম্যাগাজিন তৈরি করি।	৯৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

শিক্ষক সহায়িকা নিয়ে কিছু কথা

সুপ্রিয় শিক্ষক!

প্রতিটি মুসলমানের ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা যেমন আবশ্যক, ঠিক একইভাবে ইসলামের যাবতীয় রীতি-নীতি (ইবাদাত) নিয়মিত চর্চা বা অনুশীলন করে ইসলামি মূল্যবোধ অর্জন করাও আবশ্যক। শিক্ষার্থীরা ইসলামের এসব জ্ঞান অর্জন ও রীতি-নীতি চর্চার দ্বারা ইসলামি মূল্যবোধ অর্জন করে সে অনুযায়ী নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভূমিকা রাখার কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে সেগুলোকে বিবেচনায় রেখে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ নতুন শিক্ষাক্রমে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন উপযোগী মোট তিনটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা রাখি, শিক্ষার্থীদের এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ শিক্ষক সহায়িকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । শিক্ষার্থীরা যাতে ধীরে ধীরে এসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ শিক্ষক সহায়িকায় নয়টি শিখন-অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাক্রম কেবল পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয়। পাঠ্যপুস্তক এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি শিখন-অভিজ্ঞতার জন্য পৃথক পৃথক শিখন কৌশল নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া, শিখন কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পাবে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন এবং প্রাত্যহিক জীবনে অনুশীলন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এ সহায়িকাটি যথাসম্ভব সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছে। শিক্ষকগণ এ শিক্ষক-সহায়িকায় দেওয়া শিখন-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

জীবনের পথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণে যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটে তার স্থায়ী রূপ হলো শিক্ষা। শিখনের একটি পূর্বশর্ত হলো অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিখন সম্পন্ন তা স্থায়ী হয় এবং ক্রমাগত উপলব্ধি বা প্রতিফলনের মাধ্যমে আচরণে ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটে। নতুন শিক্ষাক্রমে তাই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সন্নিবেশিত চক্রটিতে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধাপগুলো দেখানো হয়েছে।

চিত্র : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

শিখন চক্রটির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন প্রক্রিয়ায় এ ধাপগুলোর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে শিখনটি স্থায়ীত্ব পাবে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিত হবে। ধাপে ধাপে কীভাবে এ কাজগুলো হবে তা এ সহায়িকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই কেবল এ সহায়িকাটি অনুসরণ করে কাজ করে গেলে আপনি শিক্ষার্থীদের চমৎকার কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে কিছু কাজ করে কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবে। অষ্টম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন ৩টি যোগ্যতা রয়েছে। সেগুলো হলো:

যোগ্যতা ১: ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে (কুরআন ও হাদিসের) নির্দেশনার আলোকে যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

যোগ্যতা ২: ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।

যোগ্যতা ৩: ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

উল্লেখ্য, ৮ম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এই যোগ্যতা ৩টি পূর্ববর্তী শিক্ষাক্রমের শিখনফল থেকে আলাদা। আর তাই এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের পদ্ধতিও আলাদা। এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং শিক্ষক তাদের (শিক্ষার্থীর) সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এ শিক্ষক সহায়িকাটিতে শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে তাদের সহায়তা করবেন সেটিই মূলত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এ শিক্ষক সহায়িকাটিতে অষ্টম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার তিনটি যোগ্যতাকে নয়টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। যে ৩টি যোগ্যতা এবং ৯টি অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে তা এ শিক্ষাবর্ষে ৫৬টি সেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে আপনি চাইলে এ সহায়িকাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেও শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা-১: আকাইদ জেনে ইসলামি আকিদাহ গড়ি, বাস্তব জীবনে (চেকলিস্ট অনুসারে) অনুশীলন করি।

শিখন যোগ্যতা: ইসলাম ধর্মের মৌলিক জ্ঞান ও ভিত্তিসমূহ জেনে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে (কুরআন ও হাদিসের) নির্দেশনার আলোকে যেকোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি দূর করে নৈতিকভাবে দৃঢ় থাকতে পারা।

শিক্ষার্থীরা নিম্নে উল্লিখিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই যোগ্যতাটি অর্জন করবে। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

শিক্ষার্থীরা আকাইদ দৃঢ় করার পরিকল্পনার চেকলিস্টের আলোকে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে তা অনুসরণ করার কৌশল আয়ত্ত করবে এবং ভবিষ্যতে নিজে চর্চা অব্যাহত রাখবে।

(১টি সেশন)

শিক্ষার্থীরা একজন ইসলামি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/শিক্ষক এর আলোচনা শুনে, পারস্পরিক মতবিনিময় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আকাইদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

(১টি সেশন)

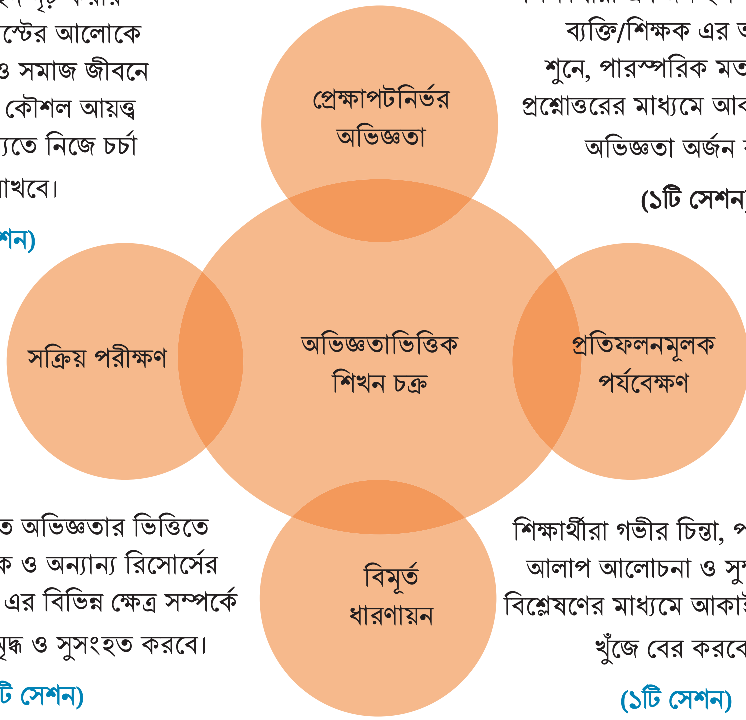

শিক্ষার্থীরা অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও অন্যান্য রিসোর্সের সহায়তায় আকাইদ এর বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা আরও সমৃদ্ধ ও সুসংহত করবে।

(৭টি সেশন)

শিক্ষার্থীরা গভীর চিন্তা, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকাইদের গুরুত্ব খুঁজে বের করবে।

(১টি সেশন)

সেশন : ১

সময়: ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
কাজ	মতবিনিময়, আলোচনা, গল্প বলা, প্রশ্নোত্তর
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১ : আকাইদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মতবিনিময়/আলোচনা সভার আয়োজন। (পূর্ব প্রস্তুতি)

- শ্রেণি শিক্ষক এবং ইসলামিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে ‘আকাইদ’ সম্পর্কে একটি আলোচনা/মতবিনিময় সভার আয়োজন করবেন ।
- এক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে আগেই একজন ইসলামি বিশেষজ্ঞ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানান।
- কাদের উদ্দেশ্য আলোচনা, আলোচ্য বিষয়সমূহ এবং আলোচনার উদ্দেশ্য আমন্ত্রিত অতিথিকে শ্রেণি শিক্ষক পূর্বেই অবগত করবেন।

কাজ- ২: শ্রেণি পরিবেশ তৈরি

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক কুশল বিনিময় এবং এ সেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মানসিক পরিবেশ তৈরি করবেন।
- আলোচনা/মতবিনিময় সভার জন্য শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শ্রেণি বিন্যাস করবেন।

কাজ- ৩: অতিথির (ইসলামিক বিশেষজ্ঞ) সাথে আলোচনা/মতবিনিময় সভা

- শুরুতেই 'আকাইদ' সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা জেনে নিবেন।
- শ্রেণি শিক্ষক আমন্ত্রিত অতিথিকে শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন।
- আমন্ত্রিত অতিথি আকাইদ (আকিদাহ, আল্লাহর পরিচয়, রাসুলগণের প্রতি ইমান, খতমে নবুওয়াত, আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান, পুনরুত্থানের প্রতি ইমান, শাফাআত, তাকদির ইত্যাদি) সম্পর্কে সহজ-সরল, সাবলীল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা/পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।
- আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন থাকলে খাতায় লিখে রাখতে বলবেন।
- উপস্থাপনাটি যেনো শিক্ষার্থীদের জন্য বোধগম্য এবং আনন্দদায়ক হয় তা শ্রেণি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।
- আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন সমূহের সঠিক উত্তর বা দিক নির্দেশনা শ্রেণি শিক্ষক নিজে/ইসলামিক বিশেষজ্ঞ প্রদান করবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী অভিজ্ঞতা অর্জন করলো তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করবেন।
- শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

কাজ- ৫: শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন

- শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী সেশন পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে ক্লাস শেষে শিক্ষক খুঁজে বের করবেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে সেশন পরিচালনা করবেন।

সেশন: ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	দল গঠন, উপস্থাপনা, আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: বিগত সেশনের পর্যালোচনা

- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দৈবচয়নের মাধ্যমে গত সেশনের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বলতে বা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখাবেন।
- পূর্বের (১ম সেশন) আলোচনার ধারাবাহিকতায় আজকের মূল শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন।

কাজ- ২: দল গঠন ও কাজ প্রদান

- শিক্ষক মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে সুবিধাজনক সদস্য সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- প্রত্যেক দল শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দলনেতা নির্বাচন করবে।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে থাকে।
- বিগত সেশনে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরা "আকাইদ সম্পর্কে কী কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে" তা প্রত্যেক দলে সদস্যরা মিলে আলোচনা করে দলের মধ্যে একজনের খাতায় লিখতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ১নং পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক প্রত্যেক দলে ঘুরে ঘুরে কাজে সহযোগিতা করবেন। যে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারছে না তাদেরকে অন্যদের সাথে শেয়ার করে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিবেন। বুঝতে না পারলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ- ৩: দলগত কাজ উপস্থাপন

- প্রতিটি দলকে তাদের নির্ধারিত বিষয়ের উপর আলোচনা করে লিখিত অনুভব, অনুভুতি ও অভিজ্ঞতাগুলো দলনেতা অথবা অন্য কোনো সদস্যকে ৩-৪ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করতে নির্দেশনা দিবেন।
- অন্য দলগুলোকে মনোযোগী রাখতে কৌশল অবলম্বন করবেন।
- অন্য দলগুলোকে উপস্থাপনকারী দলের উপস্থাপনার উপর উপস্থাপন শেষে মতামত প্রদান করতে সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন।
- কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশনে শিক্ষার্থী আকাইদ সম্পর্কে নতুন কী কী ধারণা, অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা বলতে বলবেন।
- দৈনন্দিন জীবনে এই অনুভূতি কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যাবে তা লিখতে বা বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন থাকলে তা বলবেন।

- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সেশনের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশনা দিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৩ সময় : ১ঘন্টা/৫০মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, প্রার্থনা কবিতা
বিষয়বস্তু	আল্লাহর পরিচয়

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে কবি গোলাম মোস্তফার “প্রার্থনা” কবিতাটি আবৃত্তি করে পাঠ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবেন।

প্রার্থনা কবিতা	
অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী। যত গুণগান হে চির মহান তোমারি অন্তর্যামী। দ্যুলোক-ভূলোক সবারে ছাড়িয়া তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি তোমারি করুণাকামী।	সরল সঠিক পূণ্য পন্থা মোদের দাও গো বলি, চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ হে মহাচলক, মোদের কখনও করো না সে পথগামী।

- প্রথম সেশনে ইসলামিক বিশেষজ্ঞের “মহান আল্লাহর পরিচয়” বিষয়ক আলোচনা শিক্ষার্থীকে স্মরণ করতে বলবেন। - ২/১ জন শিক্ষার্থীকে তা সকলের উদ্দেশ্যে বলতে বলবেন।
- মহান আল্লাহর পরিচয় বিষয়ে সকলকে চিন্তা করে (ব্রেইন স্টর্মিং) ২/১ টি পয়েন্ট লিখতে বলবেন।
- বোর্ডে মাঝখানে “আল্লাহর পরিচয়” লিখুন। দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একটি করে পয়েন্ট বলতে বা লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীকে বোর্ডের মাঝখানে লিখিত “আল্লাহর পরিচয়” এর চারিদিকে দাগ টেনে একটি করে পয়েন্ট লিখে মাইন্ড ম্যাপ তৈরিতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ পড়লে সংযোজন করবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো চিন্তা করতে পেরেছো-এই বলে ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

কাজ- ২ : জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫নং পৃষ্ঠার নিম্নরুপ জোড়ার কাজটি প্রত্যেককে দেখে একাকী চিন্তা করতে বলবেন।
- পাশাপাশি জোড়ায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রত্যেকের পাঠ্যপুস্তকের ৫নং পৃষ্ঠার ছকে লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে শুরুতে একটি নমুনা উত্তর দেয়া আছে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক সকলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখে নিশ্চিত হবেন যে প্রত্যেকেই কাজটি করছে এবং পাঠ্যপুস্তকে তুলছে।
- দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে বলতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“মহান আল্লাহর পরিচয় তথা আসমাউল হুসনা জানার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের নতুন যে যে বিশ্বাস তৈরি হলো” (শিক্ষার্থীরা পূর্ব অভিজ্ঞতা/আলোচনার আলোকে জোড়ায় আলোচনা করে নির্ধারিত ছকটি পূরণ করবে।)
১. আমরা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। ২. .... ৩. .... ৪. .... ৫. ....

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করতে নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের ৬নং পৃষ্ঠায় আছে এটি মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন।
- কোনো শিক্ষার্থী বিষয়টি না বুঝলে বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন।
- নমুনা উত্তর শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে জানিয়ে দিতে পারেন।

“মহান আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত বিশ্বাসের মাধ্যমে আমার চরিত্রে যেসব গুণের প্রতিফলন ও চর্চা অব্যাহত রাখব” (এ সেশনের কাজ-২ এ শিক্ষার্থীর উল্লিখিত বিশ্বাসের আলোকে উপরে শিরোনামে দেয়া প্রতিফলন ডায়েরি বাড়িতে লিখবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য যেমন: মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/ সহাপাঠীর সহায়তা নিতে পারে।)

১. অন্যের অন্যায় আচরণ/ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দিবো।

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন নির্দেশনা

- অষ্টম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের একটি পৃথক “প্রতিফলন ডায়েরি” তৈরি করে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে বলবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরির কাজগুলো গুরুত্বসহ করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরিটি শিক্ষার্থী এ শিক্ষাবর্ষের জন্য তৈরি করবে এবং এটি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক জমা দিবে।
- বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরি লিখতে কীভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সহায়তা নিতে পারবে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরি শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক বিবেচনায় রাখবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী আল্লাহর পরিচয় জেনে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে আল্লাহর নামের প্রতিফলন ঘটাবে তা সংক্ষেপে বলতে বলবেন।

- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা নিবেন। অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিশ্চিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবনে।
- সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সেশন সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৪ **সময় : ১ ঘন্টা /৫০মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, জোড়ায় কাজ, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, ছোট কাগজ/ভিপ কার্ড ইত্যাদি
বিষয়বস্তু	রাসুলগণের প্রতি ইমান, খতমে নবুওয়াত

কাজ- ১: বিগত সেশনের পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত প্রতিফিলন ডায়েরির কাজ দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি সুবিধাজনক সময়ে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রথম সেশনে "রাসুলগণের প্রতি ইমান, খতমে নবুওয়াত" বিষয়ক ইসলামি বিশেষজ্ঞের আলোচনা মনে করতে বলবেন।
- শ্রেণিকক্ষের মাঝ বরাবর শিক্ষার্থীদের দুই পাশে দুই ভাগ করবেন। এ সেশনে আমরা গেম/কুইজ এর আয়োজন করব, কেমন হবে? এ বলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করবেন।
- একদলকে রাসুলগণের প্রতি ইমান অন্য দলকে খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে ৫টি করে সংক্ষিপ্ত/এক কথায় উত্তর জাতীয় প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন। যে দল প্রশ্ন প্রণয়ন করবে তাদের সেই উত্তর জানা থাকবে হবে বলে নির্দেশনা দিবেন।
- দুই দল থেকে দুইজন বিচারক নির্বাচন করবেন।
- এক দল অন্য দলকে একটি প্রশ্ন করবে। অন্য দল উত্তর দিতে পারলে ০১ পয়েন্ট পাবে আর না পারলে যে দল প্রশ্ন করেছে সে দল উত্তর বলে দিবে, তখন সেই দল ০১ পয়েন্ট পাবে।
- এভাবে পর্যায়ক্রমে একদল অন্য দলকে ৫টি প্রশ্ন করবে এবং উত্তর দিবে। বিচারকরা কোন দল কত নম্বর পেল তা রেকর্ড করবে।
- গেম/কুইজ শেষে শিক্ষক ফলাফল ঘোষণা করবেন। সকলকে গেম/কুইজ এ অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দিবেন।
- বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ কোন অংশ কুইজ এর মধ্যে না আসলে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ৩: জোড়ায় কাজ ও উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জোড়ায় পর্যালোচনা করে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হওয়ার পক্ষে আল-কুরআন ও হাদিসের বাণীসমূহ প্রত্যেক জোড়াকে ছোট কাগজে/ ভিপ কার্ডে অর্থসহ লিখতে বলবেন।
- আল-কুরআন ও হাদিসের বাণীসমূহ শিক্ষার্থীদের নিজ ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শেষ নবি এর সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ১৩নং পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া থেকে শ্রেণিতে সকলের উদ্দেশ্য উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা চলাকালীন বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে এটি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক তাদের সুবিধামত লিখিত বা বিকল্প কোনো উপায়ে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।
- উপস্থাপনের পর শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করবেন।

কাজ- ৪: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের ছকের কাজটি শিক্ষার্থীকে বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে ১টি নমুনা উত্তর দেওয়া হয়েছে জানিয়ে দিতে পারেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ১০নং পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন।

“যেসব বিশ্বাস ও কাজের মাধ্যমে রাসুলগণের প্রতি আমার ইমানকে মজবুত করবো”

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং খালিঘর শিক্ষার্থীদের পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন।)

বিশ্বাসসমূহ	কাজসমূহ
সকল নবি-রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।	নবি-রাসুলগণ ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের অনুসরণ করে আমিও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবো।

কাজ- ৫ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশনে আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নবি-রাসুল এর পরিচয় সম্পর্কে নতুন কি কি ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা সংক্ষেপে লিখতে বা বলতে বলবেন ।
- শিক্ষক কোনো ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রয়োজন মনে করলে ফিডব্যাক দিবেন।
- সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৫

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, জোড়ায় কাজ, প্যানেল আলোচনা, বাড়ির কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	কিয়ামত

কাজ- ১: বিগত সেশনের বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত প্রতিফিলন ডায়েরির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- ইসলামি বিশেষজ্ঞের এ অভিজ্ঞতার প্রথম সেশনের আলোচনা থেকে কিয়ামত সম্পর্কে কী কী জেনেছে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণপূর্বক কুরআন ও হাদিসের আলোকে কিয়ামতের দৃশ্যপট সম্পর্কে সহজ-সরলভাবে আলোচনা করবেন।

কাজ- ৩: প্যানেল আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন , আজকে আমরা একটি প্যানেল আলোচনা করব। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগবে।
- প্যানেল আলোচনার শিরোনামটি বোর্ডে লিখে বলে দিবেন।
- বক্সের নির্দেশনা এবং নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

“কুরআন ও হাদিসের আলোকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় দিবসের তাৎপর্য”
প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা
• শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা শিক্ষক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন। • কোনো শিক্ষার্থী বিষয়টি না বুঝলে বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে পাঁচ/ছয় জনের একটি দল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্যানেল আলোচনা করবে। • শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মডারেটর নির্বাচন করবেন। দলের অন্য শিক্ষার্থীরা আলোচক হবে। • মডারেটরের উপস্থাপনায় আলোচকরা একজন করে পর পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। • শিক্ষকের সহায়তায় মডারেটর পূর্বেই কিয়ামত দিবস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে রাখবে। • উপস্থাপনার সময় মডারেটর আলোচকদের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবে। • একজন উত্তর দিলে, সেই উত্তরের সাথে অন্য কেউ যোগ করতে চাইলে মডারেটরের অনুমতি নিয়ে করতে পারবে। • আলোচনা শেষে মডারেটর প্রশ্ন আহবান করবে। আলোচকরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। • আলোচনা চলাকালীন সময়ে বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে। • শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করবেন। চমৎকার প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ করবেন।

কাজ- ৪: কিয়ামত সম্পর্কে পরিবারের সদস্যের ধারণা যাচাই (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করতে নির্দেশ দিবেন ।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করার সুবিধার্থে প্রথমে ইংগিত/ক্লু হিসাবে একটি উত্তর দেয়া হয়েছে জানিয়ে দিবেন ।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের ১০নং পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে মনে করিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের ধারণা” (প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি তোমার প্রতিফলন ডায়েরিতে উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে ছকটি পুরণ করবে। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশী/সহপাঠীর ধারণা জানতে পারো)			
ক্র. নং	মন্তব্যকারী	বিশ্বাস	সঠিক/ভুল (শিক্ষার্থী কর্তৃক যাচাই)
০১	বড় ভাই	ইসরাফিল (আ.)- এর শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামত শুরু হবে।	সঠিক
০২			
০৩			
০৪			
০৫			
০৬			

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের আলোচনার থেকে শিক্ষার্থী কিয়ামত সম্পর্কে নতুন কী কী ধারণা লাভ করেছে তা তাদেরকে সংক্ষেপে লিখতে বা বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এ সেশন এর সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৬ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, মার্কেট প্লেসে দলগত কাজ উপস্থাপন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	পুনরুত্থান ও হাশর

কাজ- ১ : বিগত সেশনের বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত বাড়ির কাজ (কিয়ামত সম্পর্কে পরিবারের সদস্যে ধারণা যাচাই) দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।

- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- সকল শিক্ষার্থীকে চোখ বুঝতে (বন্ধ করতে) বলবেন। এখন, এক মিনিট পুনরুত্থান ও হাশর সম্পর্কে চিন্তা বা কল্পনা করতে বলবেন।
- এবার চোখ খুলতে বলবেন , শিক্ষার্থী চিন্তা বা কল্পনা করে যা পেয়েছে তা পাশাপাশি দুইজন শেয়ার করে একজনের খাতায় লিখতে বলবেন।
- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীর কাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনের সময় সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগী রাখার কৌশল অবলম্বন করবেন।
- পুনরুত্থান ও হাশর দিবস সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শিক্ষক সংক্ষেপে উপস্থাপন করবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: দলগত কাজ

- শিক্ষক ৫/৬ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করবেন এবং দলনেতা নির্বাচন করে দিবেন। দলনেতা নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী দলনেতা হওয়ার সুযোগ পায়।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী,বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে থাকে।
- নিম্নের কাজটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে অথবা বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দলে কাজটি করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের ১৮নং পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- দলে কাজটি করার সময় সব দলে গিয়ে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
- কারও বুঝতে সমস্যা হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে দিবেন যাতে সে নিজে কাজটি বুঝতে পারে এবং করতে সমর্থ হয়।
- কাজটি শেষ হলে পাঠ্যপুস্তকের ছকে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে দলগত কাজ শেষ করবেন।
- কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

পুনরুত্থান ও হাশরের দিবসে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি এবং আযাব থেকে দূরে থাকার জন্য বাস্তব জীবনে আমরা কী কী কাজ করবো এবং কী কী কাজ থেকে দূরে থাকবো শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে তালিকা তৈরি করবে। (এক্ষেত্রে, শিক্ষক পূর্বের সেশনের আলোচনা শিক্ষার্থীদের মনে করতে বলবেন।)	
যে যে কাজ করবো	যে যে কাজ করবো না
মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করবো।	আল্লাহ তা'লার সাথে কাউকে শরিক করবো না।

কাজ- ৪: দলগত কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলের কাজ টেবিলে/বেঞ্চে রাখতে বলবেন। প্রত্যেক দলকে নিজ দলের কাজ বাদ দিয়ে অন্য সব দলের কাজ ঘুরে দেখতে বলবেন।
- ঘুরে দেখার সময় অন্য দলের কাজ বুঝতে সমস্যা হলে বা নতুন কিছু থাকলে খাতায় নোট করতে বলবেন।
- সব দলের কাজ দেখা এবং নোট নেয়া শেষ হলে আবার নিজ দলে বসতে বলবেন।
- প্রত্যেক দল থেকে অন্য দল সম্পর্কে গঠনমূলক মন্তব্য করতে বলবেন। সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগী রাখার কৌশল অবলম্বন করবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন এবং দলগত কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিবেন।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের আলোচনার থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কি কি ধারণা লাভ করেছে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন।
- কোনো সংযোজন প্রয়োজন হলে শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৭

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, পোস্ট বক্স ব্যবহার, জোড়ায় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, পোস্ট বক্স
বিষয়বস্তু	তাকদিরের ওপর ইমান

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করবেন।
- গত সেশনের আলোচনা সম্পর্কে ২/১ জনকে বলতে বলবেন।
- এ অভিজ্ঞতার প্রথম সেশনে ইসলামি বিশেষজ্ঞের আলোচনা থেকে তাকদির সম্পর্কে কী কী অভিজ্ঞতা/ধারণা লাভ করেছে তা স্মরণ করতে বলবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাকদির সম্পর্কে চিন্তা করে আলাদা এক পিস কাগজে (ছোট চিরকুট) লিখতে বলবেন।
- শ্রেণিকক্ষে পোস্ট বক্স এর মত একটি বক্স রাখবেন। এক্ষেত্রে খালি টিস্যুর বক্স বা এরকম অন্য কিছু দিয়ে পূর্বেই তৈরি করে রাখবেন।
- বক্সটি শ্রেণিকক্ষের সামনে একটা টেবিলে রাখবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাকদির সম্পর্কে লেখা কাগজটি সামনের বক্সের ভিতরে রাখতে বলবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী যেন কাগজ নির্ধারিত বাক্সে রাখে।
- একজন শিক্ষার্থীকে বক্স থেকে কাগজ বের করে সকলের উদ্দেশ্যে পড়তে বলবেন।
- সকলের লিখিত কাগজ পড়া শেষ হলে গুরত্বপূর্ণ কিছু বাদ পড়লে শিক্ষক তা উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে কাজটি ভালোভাবে করার জন্য ধন্যবাদ দিবেন।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ২/১ মিনিট একাকী চিন্তা করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ১৯নং পৃষ্ঠায় কাজটির সাথে মিল করিয়ে দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন। নমুনা উত্তর দুটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- কারও বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।

- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়াকে উপস্থাপন করার সুযোগ দিবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

“তাকদিরে বিশ্বাসের ফলে তোমাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন হতে পারে বলে তোমরা মনে করো” (শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।)
১. ইমান বৃদ্ধি পাবে। ২. নিজের জীবনে ধৈর্য্য ধারণ করা শিখবো।...................................... ৩. .... ৪. .... ৫. ....

কাজ- ৩ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের আলোচনার থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কি কি ধারণা লাভ করেছে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন ।
- কোনো সংযোজন প্রয়োজন হলে আপনি যোগ করে দিবেন ।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেশন এর সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৮ **সময় : ১ ঘন্টা/ ৫০মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, একক/জোড়ায় কাজ, প্রশ্নোত্তর
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র
বিষয়বস্তু	শাফাআত

কাজ- ১ : বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করবেন।
- গত সেশনের আলোচনা সম্পর্কে ২/১ জনকে বলতে বলবেন।
- প্রথম সেশনে ইসলামিক বিশেষজ্ঞের আলোচনা থেকে শাফাআত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা লিখতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের লিখিত গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার যোগসূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শাফাআত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শাফায়াত সম্পর্কে নতুন পয়েন্ট আহবান করবেন।
- কোনো নতুন পয়েন্ট পেলে বোর্ডে পূর্বের লেখা পয়েন্টগুলোর সাথে যোগ করে দিবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে লেখা পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে বলবেন।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ

- নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ২২ পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিল করে দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে সহায়তা করতে পারেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“পরকালে শাফাআত লাভের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ জীবনে আমি যেসব ভালো কাজ করবো এবং যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো”

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখিয়ে ছকটি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন।)

ক্ষেত্রসমূহ	যেসব ভাল কাজ করবো	যেসব মন্দ কাজ পরিহার করবো
ব্যক্তিগত জীবনে	কুরআন তিলাওয়াত	রোজা ভঙ্গ করবো না
পরিবারে		
বিদ্যালয়ে		
সমাজে		

কাজ-৩: আগামী সেশনের প্রস্তুতি (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষার্থীদের আগামী সেশনের প্রস্তুতি হিসাবে নিম্নের কাজটি বাড়ি থেকে করে আনার জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীর তার চারপাশের প্রচলিত শিরকগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।
- কাজটি করতে শিক্ষার্থীর পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য (মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) ও ইসলামি বিশেষজ্ঞ এর প্রথম সেশন এর আলোচনা থেকে সহায়তা নিতে পারবে বলে বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের ছকটি শিক্ষার্থীদের বোর্ডে লিখে দিবেন এবং খাতায় তুলে নিতে বলবেন।
- ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিক্ষা
১. ভাগ্য গণনা করা।
২. ....
৩. ....
৪. ....

কাজ- ৪ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- পরকালে শাফাআত প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে কী কী অনুশীলন বা চর্চা করবে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে বলবেন।
- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কি কি জানলো তা বলতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাদ পড়লে শিক্ষক আলোচনা উল্লেখ করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৯ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, একক কাজ, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, কর্মপত্র
বিষয়বস্তু	শিরক, শিরকের পরিণাম ও প্রতিকার

কাজ- ১: বিগত সেশনের বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত বাড়ির কাজ- "আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক" দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে লিখিত পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শুনাতে বলবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- এ অভিজ্ঞতার প্রথম সেশনে ইসলামিক বিশেষজ্ঞের আলোচনা থেকে শিরক সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা/ধারণা স্মরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে শিরকের পরিচয়, পরিণাম ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা, প্রদর্শন (ডিজিটাল কনটেন্ট/পোস্টার পেপার), ব্রেইন স্টর্মিং ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ৩: একক কাজ

- নিম্নের ছকের আলোকে শিক্ষার্থীদের এককভাবে কাজটি করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২৫নং পৃষ্ঠা খুলে কাজটি মিলিয়ে নিতে বলবেন।
- একাকী চিন্তা করে পাঠ্যপুস্তকে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

"শিরক হয়/হতে পারে এমন কাজগুলোর তালিকা তৈরি করো"
....
....
....
....
....
....

- কয়েকজন শিক্ষার্থীর তালিকা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিরক বিষয়ে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট করবেন এবং এ বিষয়ে যথাযথ ইসলামি আকিদা গঠনে সহায়তা করবেন।

কাজ- ৪: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি প্রতিফলন ডায়েরিতে (বাড়িতে) করতে নির্দেশ দিবেন।

- প্রয়োজনে প্রতিফলন ডায়েরির ছকটি পাওয়ার পয়েন্ট অথবা বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সহায়তা করবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় আছে এটি মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে একটি নমুনা উত্তর দেয়া হয়েছে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার পূর্বের নির্দেশনা (বিগত সেশনে উল্লিখিত) শিক্ষার্থীদের পুনরায় অবহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“বাস্তব জীবনে শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য আমি যেসব কাজ করবো এবং যেসব কাজ বর্জন করবো” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পূরণ করবে।)		
ক্রমিক	করণীয়	বর্জনীয়
১	মহান আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করবো।	ভাগ্য গণনা করবো না।
২		
৩		
৪		
৫		

কাজ- ৫: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- বিগত সেশনগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা আগামী সেশনে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত কিছু বিষয়ের উপর উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান করবে বলে শিক্ষক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ইসলামি আকিদাহ অনুশীলনের জন্য চেকলিস্ট পূরণ অনুশীলন করবে।
- শিক্ষার্থীদের সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে আসতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ- ৬ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে শিক্ষার্থীকে শিরক থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য কি কি করবে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক ১ম সেশনের আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ১০ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, অগ্রগতি কার্ড (চেক লিস্ট) পূরণ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, অগ্রগতি কার্ড (চেক লিস্ট)

কাজ- ১ : বিগত সেশনের বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত প্রতিফলন ডায়েরির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২ : দল গঠন ও বিষয়বস্তু নির্বাচন

- পূর্বের সেশনগুলোর দলগঠনের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তাদের জন্য নির্ধারিত বিষয় দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।
- উপস্থিত বক্তৃতার জন্য নিম্নরূপ কতগুলো বিষয় নির্ধারণ করবেন।

বিষয়বস্তুগুলো হতে পারে
ক) কিয়ামতের ধারণা সম্পর্কে আমাদের আকিদাহ।
খ) হাশরের ময়দানের দৃশ্যপট/পরিস্থিতি ও মানুষের মানসিক অবস্থা।
গ) আমলনামা সম্পর্কে ইসলামি আকিদাহ।
ঘ) পুনরুত্থান এর ওপর প্রকৃত বিশ্বাসী হিসাবে দুনিয়ার জীবনে আমাদের বর্জনীয় কাজ ও আচরণ।
ঙ) শিরক থেকে নিজেকে দূরে রাখার উপায়।

কাজ- ৩: উপস্থিত বক্তৃতা

- বিষয়বস্তু লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত হবে বলে জানিয়ে দিবেন।
- লটারীর মাধ্যমে ১ম দলকে বিষয় নির্ধারণ করে দিবেন। এভাবে সবগুলো দলকে লটারির মাধ্যমে বক্তৃতা বিষয় নির্ধারণের করে দিবেন।
- দলগঠন ও বিষয় নির্ধারনের পর ৩/৪ মিনিট দলগতভাবে প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- একজন টাইম কিপার, ডকুমেন্ট সংরক্ষণকারী, বিচারক, মডারেটর ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করবেন।

- শিক্ষক প্রত্যেক দল থেকে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দিবেন।
- মডারেটর যথানিয়মে উপস্থিত বক্তৃতার জন্য ডাকবেন এবং টাইম কিপার ও বিচারক তাদের কাজ করবেন।
- শিক্ষক সকল কাজ সমন্বয় করবেন এবং প্রত্যেকের পারফরমেন্স রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- এইভাবে পর্যায়ক্রমে সকল দলের বক্তৃতা শেষ করবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে এ পর্ব শেষ করবেন।

কাজ- ৪ : অগ্রগতি কার্ড (চেকলিস্ট) পূরণ

- শিক্ষক নমুনা চেকলিস্ট শিক্ষার্থীদের সামনে মাল্টিমিডিয়া বা বোর্ডে এঁকে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থী চেকলিস্ট শ্রেণিতে পূরণ করবে এবং ইসলামের মৌলিক আকিদাহ সম্পর্কে নিজের অগ্রগতি নিয়মিত যাচাই করবে।
- শিক্ষার্থীর এই অগ্রগতি কার্ড ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক সংগ্রহ করবেন এবং শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি কার্ডটি নিয়মিত (মাসিক) পূরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

নমুনা ছক:

নাম:		রোল/আইডি:		মাসের নাম:		
ক্রমিক	কার্যক্রম	অগ্রগতি সন্তোষজনক	অগ্রগতি মোটামুটি	চর্চা শুরু করেছি	চর্চা শুরু করা হয়নি	মন্তব্য
১.	আসমাউল হুসনার শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন					
২.	রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ভালোবাসা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ					
৩.	আখিরাতের প্রতি ইমান বিষয়ক পাঠ থেকে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন					
৪.	তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ইমান বিষয়ক পাঠ এর শিক্ষা বাস্তবায়ন					
৫.	রাসুলুল্লাহ (সা.) এর শাফা'আত প্রত্যাশী হিসেবে ভাল কাজ সম্পাদন					
৬.	শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য গৃহিত পদক্ষেপ					

শিখন অভিজ্ঞতা-২: সালাতের গল্প বলার আসরে নফল সালাত জানি, নিয়মিত নফল সালাত আদায় করি।

শিখন যোগ্যতা: ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে সালাতসমূহ পালন করার মাধ্যমে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা অব্যাহত রাখবে।

(১টি সেশন)

শিক্ষার্থী পরিবারের সদস্য/ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে দেখা/শোনার মাধ্যমে সালাতের (নফল) অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

(১টি সেশন)

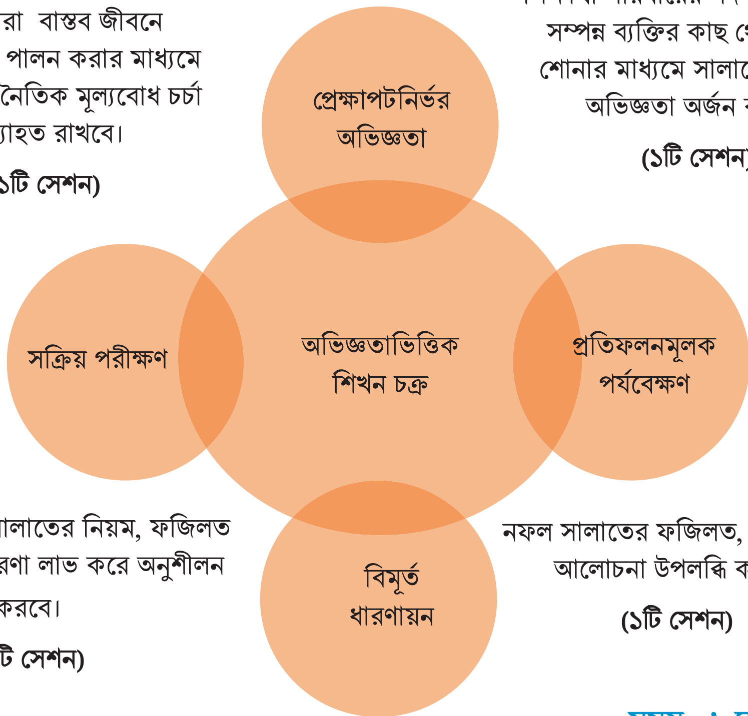

শিক্ষার্থীরা নফল সালাতের নিয়ম, ফজিলত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে অনুশীলন করবে।

(২টি সেশন)

নফল সালাতের ফজিলত, নিয়ম দলে আলোচনা উপলব্ধি করবে।

(১টি সেশন)

সেশন : ১ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, একক কাজ, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা

কাজ- ১: পূর্ববর্তী শ্রেণির সালাতের পুনরালোচনা

- শিক্ষক এই সেশন শুরু করার পূর্বের শ্রেণির (সপ্তম শ্রেণি) ইবাদাত অধ্যায়ে সালাতের আলোচনা দেখে নিবেন।
- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করার মাধ্যমে মানসিক পরিবেশ তৈরি করবেন।
- ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করবেন। দল গঠনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যে নিয়মে দল গঠন

করেছেন সে নিয়ম অবলম্বন করবেন।

- সপ্তম শ্রেণির ইবাদাত অধ্যায়ে সালাত বিষয়ক যা যা শিখেছে, তা শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বিভিন্ন দলে ঘুরে ছোট ছোট ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্য দলগুলোকে মনোযোগী রাখবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (একক কাজ)

- নিম্নের ছকটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এককভাবে পুরণ করতে বলবেন।
- ছকটিতে কী পুরণ করবে, কীভাবে করবে তা ভালোভাবে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের ছকটি দেখতে বলবেন, কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করবেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীর চিন্তা করার সুবিধার্থে নমুনা উত্তর বুঝিয়ে দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ২৯নং পৃষ্ঠায় ছকটি আছে তা মিলিয়ে দিবেন।
- ছকটি পুরণ করা হলে নির্দেশনা দিবেন যে, এটি বাড়িতে নিয়ে মা-বাবা/অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষরসহ পরবর্তী ক্লাসে জমা দিতে হবে।
- অভিভাবকের মন্তব্য ও স্বাক্ষর এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেনো স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার বজায় রাখে এ সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

‘সপ্তম শ্রেণিতে জেনে যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি’ (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে পূরণ করবে)			
ক্রমিক	সপ্তম শ্রেণিতে জেনে আমি যেসব সালাত নিয়মিত চর্চা করি	সালাতের রাকাত সংখ্যা/বিশেষ নিয়ম	অভিভাবকের মন্তব্য/স্বাক্ষর
১.	সালাতুল বিতর	তিন রাকাত, তৃতীয় রাকাতে দোয়া কুনুত পড়তে হয়।	নিয়মিত পড়েছে।
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

কাজ- ৩: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থী নিজে/মা-বাবা/ভাই-বোন/বয়োজষ্ঠ্য সদস্যরা পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের পাশাপাশি অন্য কোন কোন সালাত আদায় করে তা দেখে/শুনে তালিকা করে আনবে।

- এই উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার নির্দেশনা দিবেন এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অন্য সদস্যদের কাছ থেকে কীভাবে সহায়তা নিবে তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী ধারণা অর্জন করেছে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে তা সংক্ষেপে কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

কাজ- ৫: শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন

- শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী সেশন পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে ক্লাস শেষে শিক্ষক খুঁজে বের করবেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে সেশন পরিচালনা করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫ ০মিনিট

ধাপ	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	বাড়ির কাজ পর্যালোচনা, গল্প বলা, একক কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, গল্পের স্ক্রিপ্ট

কাজ- ১: বাড়ির কাজ নিয়ে আলোচনা

- গত সেশনে দেওয়া বাড়ির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দেখাতে বা বলতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরিতে অভিভাবকের মন্তব্য পর্যবেক্ষণ করবেন । অবশিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরি শ্রেণি কার্যক্রম শেষে সুবিধাজনক সময়ে দেখবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরির কাজ মূল্যায়ন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারফরমেন্স রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: গল্প বলার আসর

- শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, সালাত সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে বলবেন।

- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক নফল সালাতের গুরুত্ব একটি গল্প বলার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। গল্পটি হতে পারে এমন;

আব্দুল্লাহ এর বয়স ১৩-১৪ বছর। সে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। গত কিছুদিবেন যাবত আব্দুল্লাহ লক্ষ্য করল ফজরের আযানের আগেই উঠে তার পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য (যেমনঃ মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই) বোন ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করছে। কয়েকদিন পর আব্দুল্লাহ তার মায়ের কাছে এই সালাত সম্পর্কে জানতে চাইলো: মা ফজরের আযানের পূর্বে তুমি/তোমরা কি সালাত আদায় কর? মা আব্দুল্লাহকে এই সালাত আদায় করার নিয়ম এবং তাৎপর্য বললো। আব্দুল্লাহ বিস্তারিত শুনে সেও এই নফল সালাত আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

পরদিবেন থেকে আব্দুল্লাহ ফজরের আযানের আগেই ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত নিয়মিত আদায় শুরু করল। কিছুদিনের পর আব্দুল্লাহ লক্ষ্য করল যে, এই সালাত আদায়ের জন্য শুরুর কিছুদিনের তার মা-বাবা ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেও এখন সে নিজেই আযানের আগে ওঠে। যা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও সে লক্ষ্য করল তাহাজ্জুদ এবং ফজরের সালাতের পর পড়াশোনায় (কুরআন, হাদিস, একাডেমিক) দিনের অন্য যেকোনো সময় অপেক্ষায় ভালো মনোযোগ থাকে।

- উল্লিখিত গল্পের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্ন কোনো ঘটনা উপস্থাপন করতে পারেন।
- গল্প উপস্থাপনায় শিক্ষক নাটকীয়ভাব বজায় রেখে শিক্ষার্থীর মনোযোগ এবং আগ্রহ ধরে রাখবেন।

কাজ- ৩ : একক কাজ

- নিম্নে উল্লিখিত ছকের কাজটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন এবং একাকী চিন্তা করে ছকটি পুরণ করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠার সাথে ছকটি মিলিয়ে দিতে পারেন।
- ছকটি পুরণ করতে কারও সহায়তা প্রয়োজন কিনা লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবেন।
- শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে দিবেন।
- কোনো অসংগতি মনে হলে ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“উল্লিখিত গল্প/বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিজের জীবনে যেভাবে প্রয়োগ করবো”
....

কাজ- ৪ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা কী কী ধারণা অর্জন করেছে দৈবচয়নের মাধ্যমে তা সংক্ষেপে কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- নফল সালাতে অভ্যস্ত হতে হলে আমাদের কী কী করা দরকার শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন।
- কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন ।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৩ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত আলোচনা, ওয়াকিং ওয়াল পদ্ধতিতে দলগত কাজ উপস্থাপনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, ওয়াকিং ওয়াল, পোস্টার
বিষয়বস্তু	নফল সালাতের গুরুত্ব

কাজ- ১: বিগত সেশনের কাজ পর্যালোচনা

- শিক্ষার্থীদের গত সেশনের উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ/অভিজ্ঞতা/অনুভব স্মরণ করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে অভিব্যক্তি প্রকাশ করার সুযোগ দিবেন।

কাজ- ২ : বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নফল সালাত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জেনে নিন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নফল সালাতের গুরুত্ব নিয়ে ব্রেইন স্টর্মিং করার নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/১ টি পয়েন্ট মনে রাখত বলবেন।
- বোর্ডের মাঝখানে "নফল নামাজের গুরুত্ব" লিখবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে পয়েন্ট বলতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে "নফল নামাজের গুরুত্ব"এর চারদিকে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পয়েন্টগূলো লিখতে বলবেন।
- ৮/১০ জনের পয়েন্ট লেখার পর জিজ্ঞেস করবেন অন্য কারও নতুন পয়েন্ট আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সেগুলোও বোর্ডে লিখতে বলবেন।

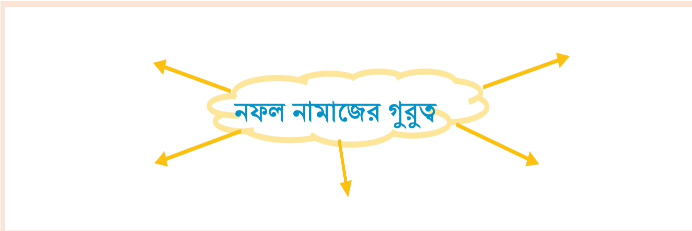

- একটি বৃত্তাকার মাইন্ড ম্যাপ হবে। অন্য একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে পয়েন্টগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে এই কাজে মনোযোগী রাখবেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

কাজ- ৩ : দলগত আলোচনা

- পূর্বের সেশনগুলোর মত করে নিয়ম মেনে দল গঠন করবেন।
- নিম্নের বক্সের কাজটি দলে আলোচনা করে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রত্যেক দল খাতায়/পোস্টার পেপারে লিখবে বলে নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৩১নং পাতায় উল্লিখিত কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষক দলের কাছে গিয়ে দেখবেন কোনো সদস্যের সমস্যা/অস্পষ্টতা আছে কিনা? থাকলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে বুঝতে সহায়তা করবেন ।
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দলের কাজ ওয়ালে অথবা ক্লাসের মধ্যে সুবিধাজনক কোনো জায়গায় যেখানে একটি দলের সকল সদস্যরা একসাথে দাড়াতে পারবে সেখানে টানিয়ে দিতে সহায়তা করবেন ।
- একদলের কাজ অন্য সকল দল ওয়াকিং ওয়াল পদ্ধতিতে ঘুরে ঘুরে দেখবে এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন তথ্য খাতায় নোট করবে বলে নির্দেশনা দিবেন।
- সকল দলের কাজ দেখা এবং নোট নেয়া শেষ হলে আবার নিজ দলে বসার বলবেন।
- প্রত্যেক দল থেকে একজনকে অন্য দলগুলো থেকে পর্যবেক্ষণকৃত/অর্জিত তথ্য উপস্থাপন করতে বলবেন।

- উপস্থাপনা চলাকালীন বাকী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নিশ্চিত করবেন।
- সবগুলো দলের উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

> "সালাতেই আমার চোখের শীতলতা দান করা হয়েছে"
> উল্লিখিত হাদিসের মর্মবাণী শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

কাজ- ৪ : প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের ছকের কাজটি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করতে শিক্ষক নির্দেশ দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৩১নং পাতায় উল্লিখিত কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে এঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করার সুবিধার্থে প্রথমে ক্লু/ইংগিত হিসাবে একটি কাজ ও উত্তর দেয়া হয়েছে জানিয়ে দিতে পারেন।
- বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরি লিখতে কীভাবে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সহায়তা নিতে পারে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

> "এখন থেকে আমি ফরজ সালাতের পাশাপাশি আর যেসব সালাত আদায় করতে পারবো"
> (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং ছকটি শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসার নির্দেশনা দিবেন।)

ক্রমিক.	নফল সালাত	আদায় করার নিয়ম
১.	সালাতুল আওয়াবিন।	মাগরিবের নামাজের ফরজ ও সুন্নাতের পর ছয় রাকাত সালাত।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সকলকে এই সেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৪ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	আলোচনা, একক/জোড়ায় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	সালাতুল আওয়াবিন ও সালাতুত তাহাজ্জুদ

কাজ- ১ : বিগত সেশনের পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত প্রতিফিলন ডায়েরির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন ।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো সালাতুল আওয়াবিন বা সালাতুত তাহাজ্জুদ পড়ার অথবা এই নামাজ সম্পর্কে দেখে বা শুনে অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জিজ্ঞাস করবেন। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে সে কোন সময় কিভাবে তা আদায় করেছে/ আদায় করতে দেখেছে বলতে বলবেন।
- অন্য সকল শিক্ষার্থী এই অভিজ্ঞতা শুনছে কিনা নজর রাখবেন। প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞতা বর্ণনার পর যারা শুনছে তাদের ২/১ জনকে কী শুনেছে তা বলার সুযোগ দিতে পারেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নফল সালাতগুলো আদায় করার নিয়ম ও গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন ।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন ।
- প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয় থাকবে।

কাজ- ৩: একক কাজ

- নিম্নে উল্লিখিত ছকের কাজটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন এবং একাকী চিন্তা করে ছকটি পুরণ করতে বলবেন।
- ছকটি পুরণ করতে কারও সহায়তা প্রয়োজন কিনা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবেন।
- শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হলে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কোনো অসংগতি মনে হলে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

“নফল সালাত জানি ও আদায় করি” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী এককী চিন্তা করে খাতায় নফল সালাতের একটি তালিকা তৈরি করবে। তালিকা হতে যে যে নফল সালাত আদায় করেছে বা করেনি সেগুলো পাশে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিতে বলবেন।)	
নফল সালাতের নাম	আদায় করি/করা হয়নি
সালাতুল ইশরাক	×
সালাতুত তাহাজ্জুদ	√

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- পাঠ্যপুস্তকের যেসব নফল সালাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে প্রদর্শন ও আলাপ আলোচানার মাধ্যমে নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আরও বেশি ধারণা অর্জনের নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় বা প্রদর্শনের মাধ্যমে পরবর্তী সেশনে নফল সালাতসমূহ অনুশীলন করবে।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা সালাত সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সকলকে এই সেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৫

সময়: ১ঘন্টা/৫০মিনিট

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	আলোচনা, ভূমিকানিভয়, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা

কাজ- ১ : ভূমিকাভিনয়/অনুশীলন

- পাঠ্যপুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠার ভূমিকাভিনয়ের কাজটি সকল শিক্ষার্থীকে দেখতে বলবেন।
- ভূমিকাভিনয় করার জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বিগত সেশনে যেসব নফল সালাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে তা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক ভূমিকাভিনয় করে দেখাতে নির্দেশনা প্রদান করবেন ।
- এসময় অন্য শিক্ষার্থীরা দেখে অনুশীলন করবে। (এক্ষেত্র অনুশীলনের স্থানটি এমন হবে যেখানে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার থাকে। স্থান হতে পারে; শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়ের নামজের স্থান/মসজিদ/অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থান।
- শিক্ষক পূর্বের দিনেই স্থান এবং যাবতীয় প্রস্তুতি ঠিক করে রাখবেন।
- শিক্ষক অনুশীলন দেখে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২ : প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নে উল্লিখিত ছকে প্রদত্ত কাজগুলো বাড়িতে করে ছক পুরণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন ।
- বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে তার নির্দেশনা দিবেন ।

পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সালাতসমূহ নির্ধারিত সময়ে আদায় করার নিয়ম জানি, নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করি।

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষার্থীদের পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন।)

ক্র. নং	সালাতের নাম	আদায় করার নিয়ম	আদায় করেছি (হ্যাঁ/না)	অভিভাবকের মন্তব্য/স্বাক্ষর
০১	সালাতুল আওয়াবিন	মাগরিবের সালাতের ফরজ ও সুন্নতের পর ছয় রাকায়াত সালাত		
০২				
০৩				

- শিক্ষার্থীরা পূরণকৃত ছকটি অভিভাবকের মতামত ও স্বাক্ষরসহ ১৫-২০দিন পর শিক্ষকের নিকট জমা দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীর জমাকৃত ছকটি শিখনকালীন ও ষান্মাসিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা-৩: বিগত রমজান ও সাওমের স্মৃতি স্মরণ করি, সাওমের শিক্ষায় জীবন গড়ি।

শিখন যোগ্যতা : ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

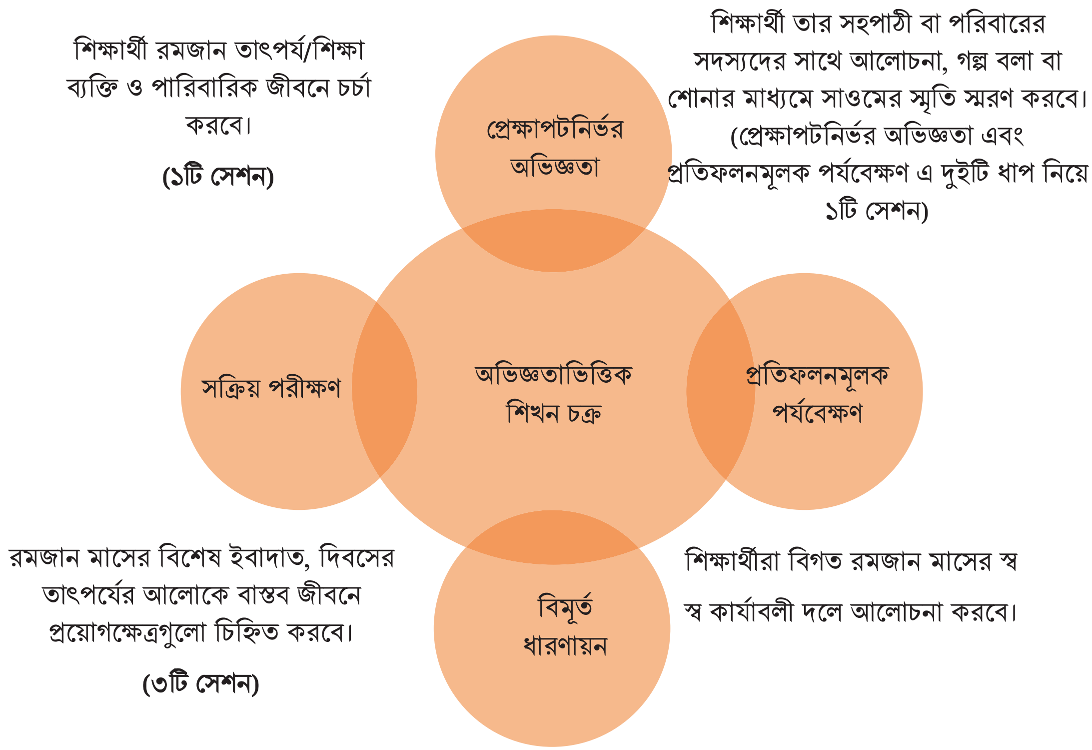

সেশন : ১ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, জোড়ায় খেলা, আইস ব্রেকিং
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার

কাজ- ১: সাওমের স্মৃতিচারণ

- বিগত রমজান মাসের স্মৃতিচারণের জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের জোড়া গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন মনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী,

বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সবার সংমিশ্রণ/সমন্বয় যেন জোড়ায় থাকে।

- প্রতিটি জোড়া নিজেদের মধ্যে বিগত রমজান মাসের স্মৃতিগুলো স্মরণ /আলোচনা করবে।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিলিয়ে ছকটি পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন।
- উপস্থাপনের সময় প্রতি জোড়ার এক বন্ধু অন্য বন্ধুর স্মৃতি ব্যাখ্যা করবে বলে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কারও বুঝতে সমস্যা হলে সহায়তা করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

স্মৃতির পাতায় সাওম	
কার্যক্রম সমূহ	শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য উত্তর
বিগত রমজান মাসে যে ইবাদাত/আমল বেশি বেশি করেছি।	কুরআন তিলাওয়াত।
সাওমের যে কার্যক্রমটি বেশি ভালো লাগে।	তারাবীহ সালাত আদায়।
বিগত রমজান মাসের স্মরণীয় কোনো মূহুর্ত।	সেহেরি না খেয়ে (অনিচ্ছাকৃত) সাওম পালন।
সাওমের যে শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে চর্চা করি।	অশালীন কথা না বলা।

কাজ-২: উপস্থাপনা (জোড়ায় জোড়ায় খেলা)

- পূরণকৃত ছকটি শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করতে বলবেন। এক্ষেত্রে, একজন সহপাঠী তার জোড়ার অন্য সহপাঠীর স্মৃতিচারণ করবে। এভাবে শ্রেণি সকল শিক্ষার্থী একে অন্যের স্মৃতিচারণ করবে।
- শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডের এক পাশে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণে একই (কমন) স্মৃতিগুলো এবং অন্য পাশে ভিন্ন (ইউনিক) স্মৃতিগুলো লিখতে বলবেন।
- ২/১ জন শিক্ষার্থীকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নোট নিতে বলবেন।

কাজ- ৩ : পোস্টার তৈরি

- সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষে অনুকরণীয় স্মৃতিগুলো শিক্ষকের সহায়তায় এক/একাধিক পোস্টার পেপারে লিখবে।
- শিক্ষার্থীরা লিখিত পোস্টার পেপার শ্রেণি কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে টানিয়ে রাখবে। (পরবর্তী শ্রেণি কার্যক্রমগুলোর বিভিন্ন সময়/মাঝেমধ্যে (প্রাসঙ্গিক আলোচনায়) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তা চর্চা করার নির্দেশনা দিবেন।)

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা সাওম সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন। সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, একক কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	সাওমের প্রস্তুতি ও রমজানের ফজিলত

কাজ- ১: শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা নিয়ে আলোচনা

- শিক্ষার্থীর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে শিক্ষক ধারণা লাভ করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা সাওম সম্পর্কে কতটা জানে বা উপলব্ধি করে।
- শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত সেশনের উপস্থাপনা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ/মতামত দিবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- সাওম পালন করেছে এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজনকে বলতে বলবেন, তারা কিভাবে সাওমের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সাওমের প্রস্তুতি ও রমজানের ফজলিত সম্পর্কে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে পয়েন্ট আকারে লিখে আলোচনা করবেন ।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর, আলোচনার মাধ্যমে পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

কাজ- ৩ : একক কাজ

- নিম্নের ছক মোতাবেক শিক্ষার্থীদের একাক কাজ করার নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৩৯ নং পাতায় উল্লিখিত কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের মিলিয়ে দিবেন এবং ছকটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।
- ছকটি বুঝতে কারও সমস্যা হলে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন এবং কাজটি করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিবেন।

- কাজটি করার সুবিধার্থে যে উদাহরণ দিয়ে দেয়া হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে পারেন।
- ছকটি পুরণ করা শেষ হলে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে উপস্থাপন করতে বলবেন ।
- কোনো সংযোজন থাকলে শিক্ষক উপস্থাপন করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, রমজান মাসে যেসব ইবাদাতগুলো অভ্যাসে পরিণত করি” (শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে রমজান মাসের যে ইবাদাতগুলো নিয়মিত পালন করে/করবে তার একটি তালিকা করবে।)	
রমজান মাসে যেসব ইবাদাত করেছে	রমজান মাসে যেসব ইবাদাত করবে
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করি।	অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করবো।

কাজ- ৪ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা সাওম সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৩   সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, প্রতিবেদন লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য

কাজ- ১ : বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শুদ্ধভাবে সূরা কদর শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কেউ তিলাওয়াত করতে পারলে তাকে তিলাওয়াত করতে দিবেন । কোথাও শুদ্ধ উচ্চারণে সমস্যা থাকলে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন ।
- সূরা কদর এর শিক্ষা/মূলভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো ধারণা থাকলে বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য/তাৎপর্য প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

কাজ- ২: প্রতিবেদন লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের কাজটি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করবে বলে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠার কাজের ছকের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিবেদনটি লিখতে প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি করার সকল নিয়ম বুঝিয়ে দিবেন । পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য বলে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য জেনেছি ভবিষ্যতে এই দিবসে যে ইবাদাতসমূহ করবো” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী লাইলাতুল কদরের যে যে ইবাদাতসমূহ করবে তার একটি তালিকা তৈরি করতে নির্দেশনা দিবেন ।)
....

কাজ- ৪ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৪ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল/আলোচনা, দলগত কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	তাকওয়া ও সংযম অর্জনে সাওম, ঈদ ও ঈদের দিনে করণীয়

কাজ- ১: বিগত সেশনের পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত বাড়ির কাজ (প্রতিবেদন লিখন) দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ সুবিধাজনক সময়ে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- তাকওয়া অর্জনে সাওম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা কি তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন (পাওয়াপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনে সাওমের ভূমিকা উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।

কাজ- ৩: দলগত কাজ

- বিগত সেশনগুলোর দল গঠনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন ।
- পাঠ্যপুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠার কাজের ছকের সাথে মিলিয়ে নিম্নের কাজটি করতে দিবেন।
- ছকটি পূরণ করতে ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- কাজটি শেষ হলে প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ ওয়াল অথবা সুবিধাজনক স্থানে টানিয়ে দিতে বলবেন।
- একদল অন্য সব দলের কাজ walking wall পদ্ধতিতে ঘুরে ঘুরে দেখবে এবং না বুঝলে অথবা নতুন কোনো কিছু পেলে নোট করবে।
- সব দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে যার যার জায়গায় বসতে বলবেন।
- কোনো দলের কোনো কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

<table>
<tr><td colspan="2">“ইদের দিনে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলী”
(শিক্ষার্থীরা প্যানেল/দলে ভাগ হয়ে এই শিরোনামে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।)</td></tr>
<tr><td>ইদের দিনে করণীয়</td><td>ইদের দিনে বর্জনীয়</td></tr>
<tr><td>সুন্দর পোশাক পরিধান।</td><td>বাজি, পটকা ফোটানো।</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

কাজ- ৪: আগামী সেশনের জন্য প্রস্তুতি (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীদের বাড়িতে করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি করার জন্য পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কীভাবে সহায়তা নিতে পারে তা বুঝিয়ে দিবেন।

> "রমজান ও সাওমের শিক্ষা আমার দৈনন্দিন জীবনের যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি"
> (উক্ত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনে সাওমের শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের (মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) সহায়তা নিতে পারবে।)

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৫ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, একক কাজ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, শিক্ষক সহায়িকা

কাজ- ১: বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- কয়েকজন শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ বলতে/দেখাতে বলবেন। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থী কর্তৃক চিহ্নিত রমজান ও সাওমের শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে প্রয়োগ/অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলো বোর্ডে একজন শিক্ষার্থীকে লিখতে দিবেন ।
- উদাহরণ হিসাবে নিম্নে দুটি ক্ষেত্র দেখানো হল।

> ১. ক্ষুধার্ত/অভুক্ত ব্যক্তিকে সাধ্যমত খাবার দিবো।
> ২. সকল কাজে সংযম রক্ষা করবো।

- লেখা শেষে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- ক্লাসে যাদের কাজ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না তাদের বাড়ির কাজ পরবর্তীতে দেখে মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২ : সাওমের শিক্ষা চর্চার কৌশল

- সাওমের শিক্ষা/তাৎপর্য শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে/দৈনন্দিন কাজে কীভাবে অনুশীলন/ চর্চা করবে এককভাবে তার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।
- পাঠ্যপুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠার কর্মপরিকল্পনাটির সাথে মিলিয়ে নিম্নের কাজটি করতে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করবে তা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দিবেন।
- যেসব শিক্ষার্থীর সহায়তা প্রয়োজন হবে শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।
- পূরণকৃত কর্মপরিকল্পনাটি বাড়িতে নিয়ে অভিভাবকের মন্তব্যসহ শিক্ষক তার সুবিধামত সময়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন।
- কর্মপরিকল্পনাটি শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন ও ষান্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কর্মপরিকল্পনাটি চর্চা করার নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।

সাওমের শিক্ষা	যেভাবে চর্চা করবো	চর্চা করা হয়েছে/হয়নি	মন্তব্য (অভিভাবক)
ভ্রাতৃত্ববোধ	অভাবি ব্যক্তিকে সাহায্য করবো	চর্চা করা হয়নি	

শিখন অভিজ্ঞতা- ৪: যাকাত বিষয়ক কুইজে অংশ নেই, যাকাত সম্পর্কে জানি।

শিখন যোগ্যতা : ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

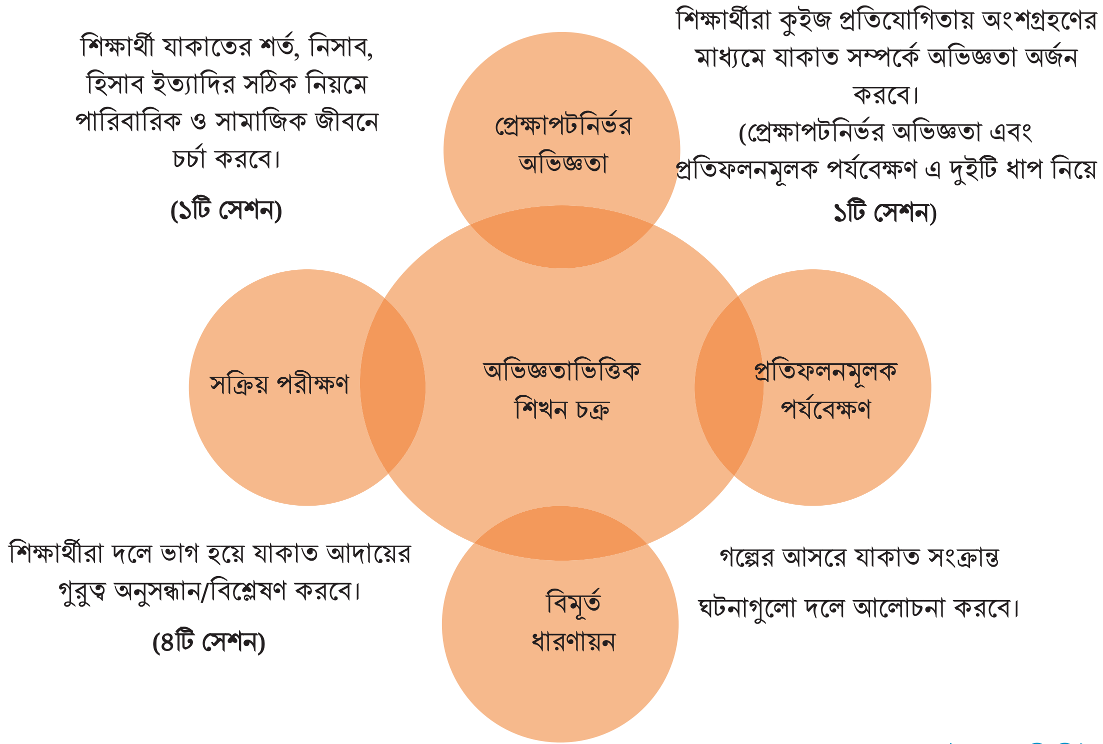

সেশন : ১ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	আলোচনা, রান, লার্ন এবং ফান
উপকরণ	প্রশ্নমালা, ভিপ কার্ড

কাজ- ১: রান, লার্ন এবং ফান (গল্প/ঘটনা থেকে শেখা)

- যাকাত সম্পর্কে ইসলামিক বিভিন্ন ঘটনা/গল্প (অভাবীদের দানের গল্প, গোপণ দানের গল্প, বিখ্যাত দানকারীদের গল্প, যাকাত আদায়ের সফলতা) শ্রেণিকক্ষের বাইরে তবে বেশি দূরে নয় এমন স্থানে টানিয়ে রাখুন। (শিক্ষক আজকের পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করার আগেই এই কাজটি সম্পন্ন করবেন।)
- ঘটনা/গল্পগুলো এমন স্থানে রাখবেন যেনো সকল শিক্ষার্থী (বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী) দেখতে/পড়তে পারে।

- শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুরুতেই শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে পাঠ উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবেন ।
- শিক্ষক এই বলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন , আমরা সবাই মিলে একটি মজার খেলা খেলবো।
- শিক্ষার্থীদের খেলাটির নাম ও নিয়ম বলে দিবেন । (খেলার নাম: রান, লার্ন এবং ফান)
- সুবিধামত সদস্য নিয়ে দল গঠনের নিয়ম মেনে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পোস্টার/কাগজ টানিয়ে রাখা স্থানে যাবে। (শিক্ষার্থী কাগজ, কলম ইত্যাদি সাথে রাখবে না।)
- সেখানে ২-৩ মিনিটে উল্লিখিত ঘটনা/গল্পগুলো এককভাবে পড়ে/দেখে শ্রেণি কক্ষে আসবে।
- নমুনা গল্প/ঘটনা: “দান করলে বিপদ/মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায়”

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা। জনৈক এক ব্যক্তির বাড়ির পাশে একটি গাছ ছিল। সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা। সেই বাসায় পাখিটি যখনই ডিম দিত তখনই লোকটি তা নিয়ে খেয়ে ফেলত। লোকটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন পাখিটি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কাছে অভিযোগ করল। সোলায়মান (আ.) লোকটিকে ডেকে নিষেধ করে বললেন, আর কোনোদিন যেন ঐ পাখির ডিম সে না খায়। হযরত সোলায়মান (আ.) এর নিষেধ অমান্য করে লোকটি আবারো পাখির ডিম খেয়ে ফেলল। নিরুপায় হয়ে পাখিটি পুনরায় হযরত সোলায়মান (আ.)-এর কাছে অভিযোগ করল। সোলায়মান (আ.) এক জিনকে নির্দেশ দিলেন- লোকটি এবার যখন গাছে চড়বে, তখন খুব জোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে যেন নিচে ফেলে দেয়, যাতে লোকটি আর কোনো দিন গাছে চড়তে না পারে। এর পর একদিবেন লোকটি পাখির ডিমের জন্য গাছে উঠতে যাবে, এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দিয়ে বলল বাবা! কিছু ভিক্ষা দিবেন । তখন লোকটি প্রথমে ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল। তারপর শান্ত মনে গাছে থেকে ডিম নামিয়ে খেয়ে ফেলল। পাখিটি আবারও সোলায়মান (আ.)-এর কাছে অভিযোগ করল।

সোলায়মান (আ.) সেই জিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নির্দেশ পালন করলে না কেন? তখন জিন জবাব দিল, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এমন সময় পূর্ব ও পশ্চিম থেকে দুজন ফেরেস্তা এসে আমাকে অনেক দূরে ফেলে দিল। সোলায়মান (আ.) বিস্মিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জিনটি বলল, আমি দেখলাম, লোকটি গাছে ওঠার আগে জনৈক ভিক্ষুককে এক মুষ্টি খাবার দান করল। সম্ভবত এর বরকতে আল্লাহপাক তাকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। সোলায়মান (আ.) বললেন, হ্যাঁ সদকা বালা-মুসিবত দূর করে। এ কারণেই সে তখন মহাবিপদ থেকে বেঁচে গেছে।

- শিক্ষক নমুনা ঘটনা/গল্পটির ন্যায় অভাবীদের দানের গল্প, গোপ দানের গল্প, বিখ্যাত দানকারীদের গল্প, যাকাত আদায়ের সফলতা ইত্যাদি সংক্রান্ত নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা/গল্প পোস্টার/ কাগজে লিখে টানিয়ে রাখবে।

কাজ- ২: দলগত কাজ

- সুবিধামত সদস্য নিয়ে দল গঠনের নিয়ম মেনে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা ঘটনা/গল্প থেকে কী বুঝতে বা জানতে পারলো তা দলে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন ।
- প্রত্যেক দল থেকে একজনকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- এ সময় অন্য শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখার কৌশল অবলম্বন করবেন।
- শিক্ষক সকলের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের বক্সের কাজটি বাড়িতে শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরিতে করবে বলে নির্দশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠার কাজের ছকের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থী কীভাবে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরির কাজ পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

(শিক্ষার্থী যাকাত/দান সংক্রান্ত ঘটনা/গল্পটি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের (মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) অবহিত করবে। প্রতিফলন ডায়েরিতে এ বিষয়ে অভিভাবকের মতামত লিখে আনবে।)
....

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- আজকের সেশন থেকে শিক্ষার্থীরা যাকাত বা দান সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা, দলগত কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	যাকাতের পরিচয়, ধর্মীয় গুরুত্ব

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীরা আগের সেশনের বাড়ির কাজ (যাকাত/দান সংক্রান্ত ঘটনা/গল্পগুলো সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত) দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অভিভাবকদের ইতিবাচক মতামতগুলো একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে লিখতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে বোর্ডের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন।
- যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা কী তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন।
- অভিভাবকদের মতামত এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা নিয়ে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণমুলক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের গঠনমূলক উত্তর দিবেন।

কাজ- ২: প্যানেল আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন , আজকে আমরা একটি প্যানেল আলোচনা করব। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগবে।
- প্যানেল আলোচনার শিরোনামটি বোর্ডে লিখে বলে দিবেন। শিরোনামটি পাঠ্যপুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে মিলিয়ে নিতে বলবেন।
- বক্সের নির্দেশনা এবং নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

“যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ ত’আলা তার (যাকাত প্রদানকারীর) সম্পদে বরকত দান করেন”

প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা শিক্ষক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে পাঁচ/ছয় জনের একটি দল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্যানেল আলোচনা করবে।
- একজন মডারেটর হবে অন্যরা আলোচক হবে।
- মডারেটরের উপস্থাপনায় আলোচকরা একজন করে পর পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- শিক্ষকের সহায়তায় মডারেটর পূর্বেই যাকাত প্রদান ও সম্পদে বরকত দান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে রাখবে। উপস্থাপনার সময় সে আলোচকদের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবে।
- একজন উত্তর দিলে, সেই উত্তরের সাথে অন্য কেউ যোগ করতে চাইলে মডারেটরের অনুমতি নিয়ে করতে পারবে। আলোচনা শেষে মডারেটর প্রশ্ন আহবান করবে। আলোচকরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- কোনো শিক্ষার্থী বিষয়টি না বুঝলে বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন।
- আলোচনা চলাকালীন সময়ে বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।

শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ ব্যখ্যা করবেন। চমৎকার প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ করবেন।

কাজ- ৩: সেশনের সারমর্ম

- প্যানেল আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা যাকাত সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৩ — সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, একক কাজ, বাড়ির কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

কাজ- ১ : বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা জানুন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর পরিবার/আত্মীয়/প্রতিবেশিদের মধ্যে কেউ যাকাত প্রদান করলে তার অবস্থান (অর্থনৈতিক/সামাজিক) বলতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যাকাতের শর্তসমূহ পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে প্রশ্নোত্তরে উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ২: একক কাজ

- নিম্নের বক্সের একক কাজটি করতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি বুঝতে যেসব শিক্ষার্থীর সমস্যা তাদেরকে শিক্ষক সহায়তা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের সাথে কাজটি মিলিয়ে দিবেন।
- কাজটি শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“আমার উপর যাকাত ফরয হলে আমি সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করবো” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী কেন যাকাত প্রদান করবে (ফরয হলে) এ সম্পর্কে তার নিজস্ব ভাবনা লিখবে)।
আমার উপর যাকাত ফরয হলে আমি সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান করবো। কেননা; যাকাত প্রদান করা ইসলামে অন্যতম একটি স্তম্ভ। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পদের বরকত দান করেন। ....

কাজ- ৩: বাড়ির কাজ

- যাকাত ফরযের শর্তসমূহ শিক্ষার্থী তার পরিবারের সদস্যদের (মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন) অবহিত করবে।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা যাকাত সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৪ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	যাকাত আদায় না করার পরিণাম

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- আগের সেশনের বাড়ির কাজ দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- কুইজ, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা যাচাই করবেন।
- আজকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।

কাজ- ২: দলগত আলোচনা

- সুবিধামত সদস্য সংখ্যা নিয়ে দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দল গঠন করবেন ।
- দলে নিম্নের বক্সের কাজটি করতে নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের ৫২নং পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিল করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- প্রত্যেক দলে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে শিক্ষক ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে সুযোগ দিবেন।

> "প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উচিৎ সঠিক নিয়মে যাকাত প্রদান"
>
> শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে এ শিরোনামের আলোকে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

- উপস্থাপনা চলাকালীন বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।
- শিক্ষক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত প্রদান করবেন।

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের বক্সের কাজটি বাড়িতে শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরিতে করবে বলে নির্দশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের সাথে মিল করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থী কীভাবে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে তা বুঝিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরির কাজ পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যাকাতের বাণী, আমি কি বুঝলাম! (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে যাকাত সংক্রান্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কমপক্ষে পাঁচটি বাণীর মূলভাব নিজের ভাষায় লিখবে।)
....

সেশন : ৫ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, দলীয় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	যাকাতের নিসাব, যাকাত হিসাব করার নিয়ম

কাজ- ১: প্রতিফলন ডায়েরি পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত বাড়ির কাজ (প্রতিফলন ডায়েরি লিখন) দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাকাতের নিসাব/হিসাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা জানবেন।
- আলোচনা, প্রদর্শন বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এর মাধ্যমে যাকাতের নিসাব, যাকাত হিসাব করার নিয়ম উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২: দলীয় কাজ

- শিক্ষক বিভিন্ন পারগতা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিয়ে দল গঠন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের নিসাব নির্ণয় করবে।
- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে যাকাতের হিসাব নির্ণয় করবে।
- প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করতে সুযোগ দিবেন।
- যাকাতের হিসাব নির্ণয়ের জন্য সম্পদগুলো হতে পারে;
  - (ক) খনিজ সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা ইত্যাদি)
  - (খ) গবাদি পশু (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া)
  - (গ) উৎপাদিত ফসল (ধান, গম, ভূট্টা
- শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত বিষয়বস্তু দেওয়ার সময় শিক্ষক সম্পদগুলোর কাল্পনিক পরিমাণ উল্লেখ করবেন।

যেমন: একজন ব্যক্তির কাছে ৩ তোলা স্বর্ণ, ২০ তোলা রূপা এবং ৪লক্ষ টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে। এই ব্যক্তির যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নির্ণয় করো।

- এভাবে শিক্ষক প্রতিটি দলের জন্য সম্পদের কাল্পনিক পরিমাণ উল্লেখ করে দলীয় কাজটি দিবেন।
- শিক্ষক কাজগুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন করবেন বা বোর্ডে লিখে দিবেন।

কাজ- ৩: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- যাকাত বিষয়ক আলোচনা সমুহ নিয়ে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা দলে পোস্টার তৈরি করবে। উপস্থাপনার বিষয়বস্তু হতে পারে;
- শিক্ষক প্রত্যেক দলকে (আজকের সেশনে গঠিত দল অনুযায়ী) একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিবেন।
- শিক্ষার্থী তার দলের বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাড়িতে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা দিবেন।

যাকাত ফরযের শর্ত	যাকাত আদায় না করার পরিণাম
যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব	যাকাতের নিসাব
যাকাত আদায়ের উপকারিতা	

- শিক্ষার্থীদের দলে তৈরিকৃত পোস্টার মার্কেট প্লেস পদ্ধতিতে উপস্থাপন করবে। সেজন্য, শিক্ষক এক্সপার্ট জিগস’ (মার্কেট প্লেস) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে কিছুটা ধারণা দিয়ে দিবেন।

মার্কেট প্লেসের নিয়ম/ Expert Jigsaw
মার্কেট প্লেস হতে পারে শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয়ের সুবিধাজনক স্থান।
প্রতিটি দল তাদের তৈরিকৃত পোস্টারে বিষয়বস্তু নিয়ে দলে আলোচনা করে নিজেরা স্বচ্ছ ধারণা নিবে।
এরপর একটি দল অন্য দলে সাথে মিশে নতুন দল তৈরি হবে। (পূর্বের সব দলের সদস্যদের সমন্বয়ে নতুন করে দলগুলো তৈরি হবে।)
নবগঠিত দলের একজন সদস্য অন্য সদস্যের কাছ থেকে তার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তুর বাহিরে অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানবে।

সেশন : ৬ **সময়: ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, মার্কেট প্লেস
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া

কাজ- ১ : মার্কেট প্লেস (১ম পর্ব)

- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় দ্রুত মার্কেট প্লেসের স্টল প্রস্তুত করবে। (শ্রেণিকক্ষ/বিদ্যালয়ের সুবিধাজনক স্থান যা আগেই থেকেই নির্ধারিত থাকবে।)
- পূর্বের সেশনে গঠিত দলগুলো স্ব স্ব স্টলে বসে নির্ধারিত বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেরা আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে, দলের কোনো সদস্যের বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধা হলে অন্য সদস্যরা তা ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিবে।

কাজ- ১: মার্কেট প্লেস (২য় পর্ব)

- প্রথম গঠিত দলগুলোর আলোচনা শেষ হলে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নতুন দল গঠন করবে।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিজের মতামত প্রদান করবেন।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, মনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সবার সংমিশ্রণ যেন প্রতিটি দলে থাকে। প্রতিটি দলে শিক্ষার্থীর সংখ্যায় সমতা থাকতে হবে।
- এরপর নবগঠিত দলের সদস্যরা তাদের স্ব স্ব বিষয়বস্তু দলে আলোচনা করবে এবং দলের অন্য সদস্যদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবে। এভাবে নবগঠিত দলের বাকী সদস্যরা ধারাবাহিকভাবে নিজের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে এবং অন্য বিষয়বস্তুগুলোর ধারণা নিবে।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিজের মতামত প্রদান করবেন।
- মার্কেট প্লেসের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন ও ষান্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা-৫: হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার নিবো, হজের সঠিক নিয়ম জানবো।

শিখন যোগ্যতাঃ ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

শিক্ষার্থী হজের তাৎপর্য, কার্যাবলীর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে উপস্থাপন এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে চর্চা করবে।

(১টি সেশন)

শিক্ষার্থী তার পরিবার/প্রতিবেশি কোনো ব্যক্তির (যিনি হজ পালন করেছেন) সাথে মতবিনিময়/সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে হজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

১টি সেশন)

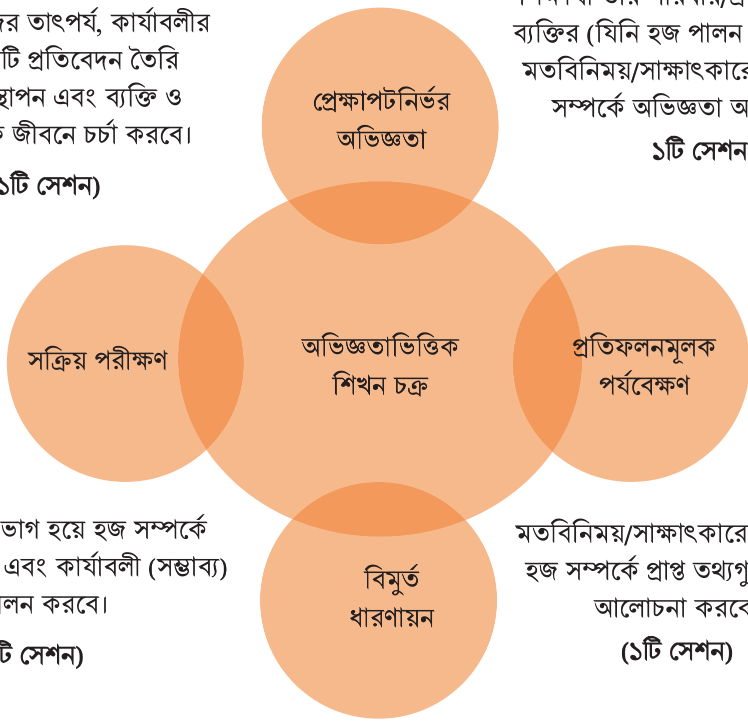

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং কার্যাবলী (সম্ভাব্য) অনুশীলন করবে।

(৪টি সেশন)

মতবিনিময়/সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে হজ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলো দলে আলোচনা করবে।

(১টি সেশন)

সেশন : ১ (শ্রেণির বাহিরে) সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
কাজ	সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মতবিনিময়
উপকরণ	প্রশ্নমালা, ভিপ কার্ড

কাজ- ১: হজ পালনকারী কোনো ব্যক্তির সাথে মতবিনিময়/সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ তৈরি করবেন।

- শিক্ষার্থীরা হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য শিক্ষকের সহায়তায় তাদের আশেপাশে হজ পালনকারী ব্যক্তিদের একটি তালিকা করবে।
- শিক্ষক আগেই শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সহকর্মীর সহায়তায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী (যিনি হজ পালন করেছেন) অবহিত করবেন বা অনুমতি নিবেন।
- শিক্ষার্থী হজ পালনকারী ব্যক্তির (পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/বিদ্যালয়ের শিক্ষক) কাছ থেকে হজ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে।

- শিক্ষকের নির্দেশনার অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একক/জোড়ায়/দলে বিভক্ত হয়ে হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার/মতবিনিময় করবে।

কাজ- ২: হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণের নির্দেশনা

- হজ পালনকারীর সাক্ষাৎকার শিক্ষার্থীরা কীভাবে গ্রহণ করবে শিক্ষক এ বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- সাক্ষাৎকার বা মতবিনিময় এর স্থানটি যেনো শিক্ষার্থী এবং সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হয় এ বিষয়ে শিক্ষক বিশেষ খেয়াল রাখবেন।
- প্রথমেই শিক্ষার্থীদের হজ পালনকারী ব্যক্তির সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে যেনো বিনয়, নম্রতা বজায় রাখে এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রের আলোকে হজ্জ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
- শিক্ষক সাক্ষাৎকারের জন্য নমুনা প্রশ্নপত্রটি সরবারহ করবেন।
- শিক্ষার্থী উল্লিখিত প্রশ্নমালার বাহিরে হজ সম্পর্কিত আরো কোনো তথ্য পেলে সেটি পৃথকভাবে নোট নিতে বলবেন।

কাজ- ৩: সাক্ষাৎকার এর নমুনা প্রশ্নপত্র

শিক্ষার্থী/দলের নাম:	শ্রেণি রোল/আইডি:
সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম:	তারিখ:
১. প্রশ্ন: হজ পালন করতে গিয়ে আপনি কোন কোন স্থানে গিয়েছেন?	
....	
২. প্রশ্ন: হজের সময় মক্কা-মদিনা শহরে পরিবেশ কেমন দেখেছেন?	
....	
৩. প্রশ্ন: হজ পালনের পরে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?	
....	
৪. প্রশ্ন: হজ পালন করতে গিয়ে আপনার কোনো ভুল-ত্রুটি হয়েছে?	
....	

৫. প্রশ্ন: হজ পালন করতে গিয়ে আপনি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?
....
৬. প্রশ্ন: হজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি কী?
....
৭. প্রশ্ন: হজ থেকে আমরা কি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি বলে আপনি মনে করেন?
.... আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে মতামত প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ।

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থীরা সংগৃহিত তথ্যসমূহ নির্ধারিত ছকে (শিক্ষক কর্তৃক সরবারহকৃত) সুস্পষ্টভাবে লিখে আনবে।
- হজ সম্পর্কিত অর্জিত অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

কাজ- ৫: শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন

- শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী সেশন পরিচালনা করতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে ক্লাস শেষে শিক্ষক খুঁজে বের করবেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে সেশন পরিচালনা করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	মাইন্ড ম্যাপিং, দলে আলোচনা, উপস্থাপনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: সাক্ষাৎকার/মতবিনিময় নিয়ে আলোচনা ও উপস্থাপনা

- শিক্ষার্থীদের আগের সেশনের সাক্ষাৎকার/মতবিনিময়ের মাধ্যমে হজ সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা বলতে বলবেন।
- বোর্ডের মাঝখানে “হজ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা” উপস্থাপন করতে বলবেন। দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বোর্ডে লিখবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে “হজ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা” এর চারদিকে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পয়েন্টগুলো লিখতে বলবেন।

- একটি বৃত্তাকার মাইন্ড ম্যাপ হবে। অন্য একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে পয়েন্টগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে এই কাজে মনোযোগী রাখবেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

কাজ- ২: দল গঠন

- শিক্ষার্থীরা তাদের সংগৃহিত সাক্ষাৎকার দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, কোনো শিক্ষার্থী যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে এরকম শিক্ষার্থীসহ মনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সবার সংমিশ্রণ যেন প্রতিটি দলে থাকে। প্রতিটি দলে শিক্ষার্থীর সংখ্যায় সমতা থাকতে হবে।

কাজ- ৩: শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা

- দল গঠন হলে শিক্ষার্থী অর্জিত অভিজ্ঞতা (হজ সম্পর্কে) শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক প্রতিটি দলকে সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত প্রশ্নমালার আলোকে একটি করে বিষয় দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে দেবেন। বিষয়গুলো হতে পারে-

১) হজের সময় মক্কা-মদিনার চিত্র/পরিবেশ	২) হজ পালনের মাধ্যমে জীবন যাপনে পরিবর্তন
৩) হজের সময় বর্জনীয় কাজ	৪) হজ থেকে আমাদের শিক্ষা

- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি দল থেকে ১/২ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- প্রতিটি দল তাদের নির্ধারিত বিষয় উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক সময় নির্ধারন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- অন্য দলগুলো উপস্থাপনকারী দলের উপস্থাপনার উপর মতামত প্রদান করবে। এক্ষেত্রে, অন্য দলগুলো (উপস্থাপনকারী দল ব্যতীত) উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করবে।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা হজ সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৩ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, জোড়ায়/দলীয় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু উপস্থাপন	হজের পটভূমি, ফযিলত

কাজ- ১: বিগত সেশনের পর্যালোচনা

- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক ধারণা লাভ করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার/মতবিনিময়ের মাধ্যমে হজ সম্পর্কে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।
- বিগত সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা কি কি কাজ করেছে তা শিক্ষক একবার পুনোরালোচনা করে নিবেন।
- শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত সেশনের উপস্থাপনার আলোকে নিজের পর্যবেক্ষণ/মতামত দিবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- হজ পালন (যার উপর হজ ফরয) কেনো গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষার্থীদের একক বা জোড়ায় আলোচনা করে লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (আলোচনা/বক্তৃতা/পাওয়ারপয়েন্ট) আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, কুইজ ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

কাজ- ৩: দলীয় কাজ

- নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত কাজের সাথে মিল করে দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“সালাত, সাওম ও হজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করি” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/দলে আলোচনা করে ইবাদাতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবে।)			
তুলনার ক্ষেত্রে	সালাত	সাওম	হজ
ফরয	কুরআন তিলাওয়াত	পানাহার থেকে বিরত	ইহরাম বাধাঁ
ওয়াজিব	সূরা ফাতিহা পাঠ	-	মুযদালিফা অবস্থান
সময়/কখন	প্রতিদিন	রমজান মাস	জিলহজ মাসের ৮-১৩ তারিখ
শিক্ষা	প্রতিনিয়ত আল্লাহর আনুগত্য করা	তাকওয়া অর্জন	বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা হজের পটভূমি সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৪

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বক্তৃতা, প্রদর্শন, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	হজ ফরয হওয়ার শর্ত, পালনীয় কার্যাবলী

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষক হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মিকাত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণা জানার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হজ ফরয হওয়ার শর্ত, হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এগুলো প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

- নিম্নের কাজটি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করবে বলে শিক্ষার্থীদের নির্দশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার কাজের ছকের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিবেদনটি লিখতে প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য প্রতিফলন ডায়েরি লেখার অন্য সকল নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিবেন। পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য বলে দিবেন।

“যেসব কার্যক্রমের মাধ্যমে হজের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত আদায় করা হয়”
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন এবং খালিঘর শিক্ষার্থীদের পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন।)

হজের পালনীয় কার্যাবলী	কার্যাবলীসমূহ
ফরয	
ওয়াজিব	
সুন্নাত	

কাজ- ৩: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৫ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল/আলোচনা, দলগত কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	হজ পালনের নিয়ম

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন (হজ পালনের নিয়ম প্রর্দশনী)

- শিক্ষক হজ পালনের সঠিক নিয়ম সম্পর্কিত ভিডিও/ছবি মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।
- নমুনা ভিডিও লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=zamSP9gyGSA
- শিক্ষকের নিকট হজ পালনের নিয়ম সংক্রান্ত এছাড়া অন্যকোনো ভিডিও/ডকুমেন্টরি/চিত্র থাকলে সেটিও প্রদর্শন করতে পারেন।

- হজ পালনের নিয়ম সংক্রান্ত ভিডিও শ্রেণি কার্যক্রমের আগেই শিক্ষক সংগ্রহ করবেন।
- প্রর্দশিত ভিডিও বা চিত্র শিক্ষার্থীরা আগ্রহ ও মনোযোগসহ শুনেছে বা দেখছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন।
- ভিডিও, পোস্টার বা চিত্র প্রদর্শনী শেষে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হজ পালনের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর, আলোচনার মাধ্যমে পাঠে সক্রিয় থাকবে।

কাজ- ২: দলগত কাজ

- সুবিধামত সদস্য সংখ্যা নিয়ে দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দল গঠন করবেন ।
- দলে নিম্নের বক্সের কাজটি করতে নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে পৃষ্ঠার উল্লিখিত কাজের সাথে মিল করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- প্রত্যেক দলে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে শিক্ষক ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে সুযোগ দিবেন।

“হজ পালনের সঠিক নিয়ম জানি, শুদ্ধভাবে হজ আদায় করি”

(শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।)

কাজ- ৪: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের কাজটি বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে করবে বলে শিক্ষার্থীদের নির্দশনা দিবেন।
- নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজ ছকের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- কাজটি করতে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি করার জন্য প্রতিফলন ডায়েরি লেখার অন্য সকল নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিবেন। পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য বলে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

হজের ধর্মীয় তাৎপর্য	হজের সামাজিক তাৎপর্য
মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ।	মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি।

কাজ- ৫ : সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৬   সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	হজ্জের কার্যাবলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, নিষিদ্ধ কার্যাবলি

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরির পূরণকৃত ছক দেখবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- হজের কার্যাবলী (নিষিদ্ধ, ভুল সংশোধনের উপায়) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হজের অন্তর্নিহিত কার্যাবলি, নিষিদ্ধ কাজ এবং ভুল সংশোধনের উপায় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ২: একক কাজ

- নিম্নে উল্লিখিত ছকের কাজটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন এবং একাকী চিন্তা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজের সাথে ছকটি মিলিয়ে দিতে পারেন।
- ছকটি পূরণ করতে কারও সহায়তা প্রয়োজন কিনা লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবেন।
- শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে দিবেন ।
- কোনো অসংগতি মনে হলে ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

পরিবারের সদস্য/আত্মীয়/প্রতিবেশিদের মধ্যে কেউ হজ পালন করতে গেলে হজের নিষিদ্ধ যে যে কাজগুলো অবহিত করতে পারি।
....

কাজ- ৩: প্রতিবেদন তৈরি (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের কাজটি বাড়িতে (প্রতিবেদন লেখা) করবে বলে শিক্ষার্থীদের নির্দশনা দিবেন।
- নির্ধারিত ছকটি শিক্ষক পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে অথবা বোর্ডে এঁকে দেখাবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজের ছকের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- কাজটি করতে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য বলে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“আমার/আমাদের বাস্তব জীবনে হজের শিক্ষার প্রয়োগ/অনুশীলনের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করি” (বিগত সেশনগুলোর আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা হজের তাৎপর্য/শিক্ষা চিহ্নিত করে দুই পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।)
....

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- আগামী সেশনে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হজের বিভিন্ন কার্যাবলী অনুশীলন করবে, সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিয়ে আসার জন্য শিক্ষক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা হজের কার্যাবলী অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনে সহজলভ্য, কম ব্যয়বহুল উপকরণ/সামগ্রী সংগ্রহ করবে।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৭ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার, মাল্টিমিডিয়া

কাজ- ১: ভূমিকাভিনয়ের স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতি (হাজের সম্ভাব্য অনুশীলনীয় কার্যবলী)

- শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে পরামর্শক্রমে ভূমিকাভিনয়ের স্থান নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে, স্থানটি এমন হবে যেখানে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার/প্রবেশগম্যতা থাকে। (ভূমিকাভিনয়ের স্থান হতে পারে; শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়ের নামজের স্থান/মসজিদ/অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থান।)

কাজ- ২: ভূমিকাভিনয়ের

- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে অথবা ভূমিকাভিনয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থাপনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে হাজের কার্যাবলীগুলো অনুশীলন করবে। উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয় মনোযোগসহকারে দেখবে এবং যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখবে।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফিডব্যাক প্রদান করবেন।

কাজ- ৩: পোস্টার তৈরি

- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে শিক্ষকের সহায়তায় হজের শিক্ষা/তাৎপর্যসমূহ এক বা একাধিক পোস্টার পেপারে লিখবে।
- পোস্টার তৈরি করতে কারও সহায়তা প্রয়োজন কিনা শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। প্রয়োজন হলে ক্লু ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবেন।
- শিক্ষার্থীর কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে দিবেন ।
- কোনো অসংগতি মনে হলে ফিডব্যাক দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা লিখিত পোস্টার পেপার শ্রেণি কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে টানিয়ে রাখবে। (পরবর্তী শ্রেণি কার্যক্রমগুলোর বিভিন্ন সময়/মাঝেমধ্যে (প্রাসঙ্গিক আলোচনায়) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের হজের শিক্ষা/তাৎপর্য চর্চার কথা মনে করিয়ে দিবেন।)
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।
- ভূমিকাভিনয় ও পোস্টার তৈরির কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন এবং ষান্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা-৬: কুরআন ও হাদিস শেখার কর্মশালায় যাই, নিজে শিখি ও অন্যকে শেখাই।

শিখন যোগ্যতাঃ ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসরণ ও চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা।
অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

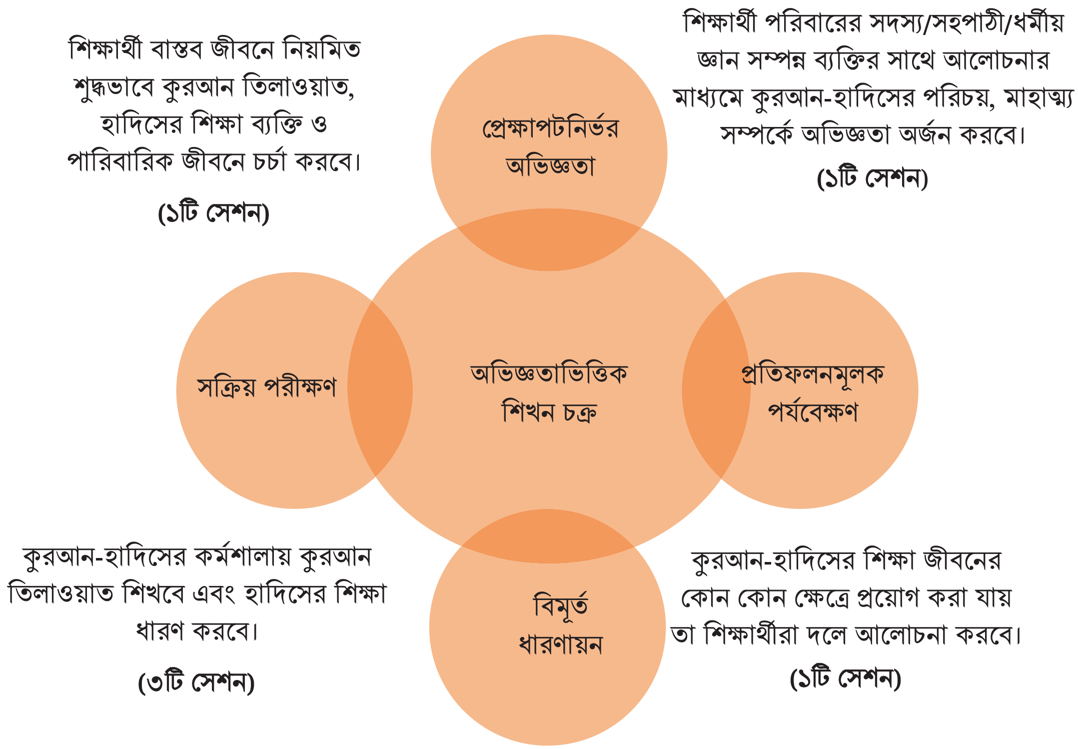

সেশন : ১ (শ্রেণির বাহিরের কাজ) — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
কাজ	আলোচনা, মতবিনিময়, তথ্য ফরম পূরণ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, প্রশ্নমালা, শিক্ষক সহায়িকা

কাজ- ১ : পবিত্র কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে জানি

- শিক্ষার্থী পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য (মাতা-পিতা/দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) অথবা ইসলামিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে আল-কুরআন ও হাদিস

পরিচয়, মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

- শিক্ষক আল-কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা/অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ/ক্ষেত্র তৈরি করবেন।
- শিক্ষক নমুনা চেকলিস্ট/প্রশ্নপত্র সরবারহ করতে পারেন।

কাজ- ২: নমুনা জিজ্ঞাসাগুলো জেনে নির্ধারিত ছক পূরণ

- তথ্য প্রদানকারীর সাথে শিক্ষার্থী যেনো বিনয়, নম্রতা বজায় রাখে এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা নমুনা তথ্য ছকে আলোকে কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
- কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী তার পরিবারের সদস্য (যেমন: মাতা-পিতা/ দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) অথবা ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারবে।
- শিক্ষক তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা ছকটি সরবারহ করবেন।
- শিক্ষার্থী উল্লিখিত ছকে বাহিরে কুরআন ও হাদিস সম্পর্কিত আরো কোনো তথ্য পেলে সেটি পৃথকভাবে নোট নিতে বলবেন।

শিক্ষার্থী নাম:	শ্রেণি রোল/আইডি:
তথ্য প্রদানকারীর নাম:	তারিখ:
১. আল-কুরআনের কয়েকটি নাম এবং সেগুলোর তাৎপর্য। (পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত নামসমূহ ব্যতীত।)	
....	
২. পবিত্র কুরআনের উল্লখযোগ্য কোনো ঘটনা।	
....	
৩. আমাদের জীবনে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।	
....	
৪. হাদিসের যে শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে চর্চা/অনুশীলন করি। (হাদিসটি উল্লেখ করবে)	
....	

- শিক্ষার্থী তথ্যগুলো জেনে সুস্পষ্টভাবে লিখে রাখবে এবং পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসবে।
- শিক্ষার্থী উল্লিখিত নমুনা ছকের আলোকে তথ্য সংগ্রহের সময় কুরআন ও হাদিস সংক্রান্ত অন্যকোনো তথ্য জানলে তা পৃথক কাগজে নোট নিতে নির্দেশনা দিবেন।

কাজ- ৩: শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন

- শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে সেশন শেষে শিক্ষক খুঁজে বের করবেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে সেশন পরিচালনা করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ঘন্টা/ ৫০ মিনিট

ধাপ	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	দলে আলোচনা, উপস্থাপনা, মাইন্ড ম্যাপিং
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: গত সেশনের অভিজ্ঞতা আলোচনা ও উপস্থাপনা

- শিক্ষার্থী গত সেশনের আলোচনা/মতবিনিময়ের মাধ্যমে কুরআন-হাদিস সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা বলতে বা দেখাতে বলবেন।
- দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বোর্ডে লিখবেন।
- ১/২ জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে পয়েন্টগুলো লিখাবেন।
- একটি বৃক্ষাকার মাইন্ড ম্যাপ হবে। অন্য একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে পয়েন্টগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে এই কাজে মনোযোগী রাখবেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

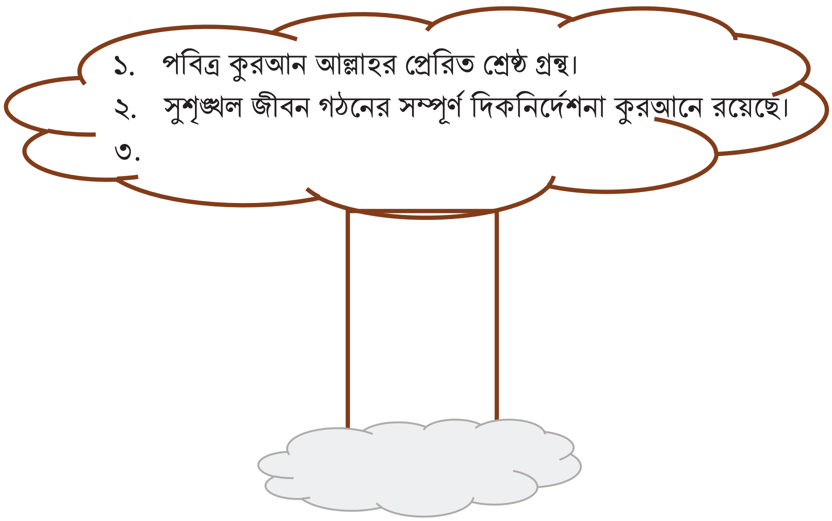

কাজ- ২: দল গঠন ও উপস্থাপনা

- দল গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, কোনো শিক্ষার্থী যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে এরকম শিক্ষার্থীসহ মনোযোগী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সবার সংমিশ্রণ যেন প্রতিটি দলে থাকে। প্রতিটি দলে শিক্ষার্থীর সংখ্যায় সমতা থাকতে হবে।
- দল গঠন হলে শিক্ষার্থীরা অর্জিত অভিজ্ঞতা শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন (কাগজ/পোস্টারে চিত্র এঁকে) করবে।
- শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদিস সংক্রান্ত তাদের সংগৃহিত তথ্য দলে আলোচনা করে উপরের চিত্রের মতো (বৃক্ষ) উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষক প্রতিটি দলকে মতবিনিময়/আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে একটি করে বিষয় দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে দেবেন। বিষয়গুলো হতে পারে-
  - ক) কুরআনের বিভিন্ন নাম
  - খ) কুরআনের উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা
  - গ) কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ইত্যাদি
- এছাড়া,শিক্ষক প্রাসঙ্গিক অন্যকোনো বিষয়বস্তুও নির্ধারণ করতে পারবেন।
- প্রতিটি দল তাদের নির্ধারিত বিষয়ের উপস্থাপনার জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন।
- অন্য দলগুলো উপস্থাপনকারী দলের উপস্থাপনার উপর মতামত প্রদান করবে।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আলোচনা প্রয়োজন মনে হলে শিক্ষক আলোচনা করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৩ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	পবিত্র কুরআন-হাদিসের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মাহাত্ম্য

কাজ- ১: শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা নিয়ে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক ধারণা লাভ করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কুরআন-হাদিস সম্পর্কে কি জেনেছে বা কতটা জেনেছে।

- শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত পাঠের উপস্থাপনা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ/মতামত প্রদান করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- বিগত সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা কি কি কাজ করেছে তা শিক্ষক একবার পুনোরালোচনা করে নিবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- উল্লেখ্য, এ সেশনে পাঠ্যপুস্তকের কুরআন ও হাদিসের পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনা একসাথে উপস্থাপন করবেন। (কুরআনঃ আল-কুরআনের পরিচয়, কুরআনের বিভিন্ন নাম, মাক্কী-মাদানী সূরা, আল-কুরআনের মাহাত্ম্য এবং হাদিসঃ হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হাদিস, সনদ ও মতন, হাদিসের প্রকারভেদ ইত্যাদি)

কাজ- ৩: প্যানেল আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন , আজকে আমরা একটি প্যানেল আলোচনা করব। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগবে।
- প্যানেল আলোচনার শিরোনামটি বোর্ডে লিখে বলে দিবেন।
- বক্সের নির্দেশনা এবং নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

“কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা আমরা যেভাবে অনুশীলন করতে পারি”

প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা শিক্ষক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন।
- কোনো শিক্ষার্থী বিষয়টি না বুঝলে বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে পাঁচ/ছয় জনের একটি দল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্যানেল আলোচনা করবে।
- একজন মডারেটর হবে অন্যরা আলোচক হবে।
- মডারেটরের উপস্থাপনায় আলোচকরা একজন করে পর পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে।
- শিক্ষকের সহায়তায় মডারেটর পূর্বেই কুরআন ও হাদিসের পরিচয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে রাখবে। উপস্থাপনার সময় সে আলোচকদের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করবে।
- একজন উত্তর দিলে, সেই উত্তরের সাথে অন্য কেউ যোগ করতে চাইলে মডারেটরের অনুমতি নিয়ে করতে পারবে।
- আলোচনা শেষে মডারেটর প্রশ্ন আহবান করবে। আলোচকরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- আলোচনা চলাকালীন সময়ে বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।
- শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করবেন। চমৎকার প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা পর্ব শেষ করবেন।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৪ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
পাঠের বিষয়বস্তু	তাজবিদ

কাজ- ১: শিক্ষকের প্রস্তুতি

- শ্রেণি শিক্ষক পাঠের এই অংশ (তাজবিদ) উপস্থাপনায় পারদর্শী না হলে, শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মাধ্যমে সেশন পরিচালনা করবেন। আজকের সেশন শুরুর আগেই শিক্ষক এটি নিশ্চিত করবেন। (দক্ষ ব্যক্তি হতে পারেন; মসজিদের ইমাম/ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি)।
- এক্ষেত্রে, শ্রেণি শিক্ষক ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে (তাজবিদ সম্পর্কে পারদর্শী) এই সেশন পরিচালিত হলে তাকে অবশ্যই পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগেই ধারণা প্রদান করবেন।

কাজ- ২: পূর্ববর্তী শ্রেণির তাজবিদের পুনরালোচনা

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করবেন। দল গঠনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যে নিয়মে দল গঠন করেছেন সে নিয়ম অবলম্বন করবেন।
- সপ্তম শ্রেণির কুরআন ও হাদিস শিক্ষা অধ্যায়ে তাজবিদ বিষয়ক যেসব নিয়ম শিখেছে, তা শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিভিন্ন দলে ঘুরে ছোট ছোট ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্য দলগুলোকে মনোযোগী রাখবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: কুরআন শিক্ষার আসর (তাজবিদ)

- শিক্ষক নিজে/তাজবিদ উপস্থাপনা দক্ষ ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তাজবিদ সংক্রান্ত নিয়মগুলো সহজ-সরলভেবে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থী মনোযোগসহ তাজবিদ সংক্রান্ত উপস্থাপনা শোনবে।
- শিক্ষার্থীদের দলে বা জোড়ায় তাজবিদের নিয়মগুলো শিক্ষক অনুশীলন করাবেন।

কাজ- ৪: বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থী পাঠ্য বইয়ে নির্ধারিত সূরাসমূহ বাড়িতে শুদ্ধভাবে অনুশীলন/চর্চা করবে। (তাজবিদ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবারে কেউ দক্ষ থাকলে তার সহায়তা নিতে নির্দেশনা প্রদান করবেন)
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন যে, পরবর্তী সেশনে পাঠ্য বইয়ে নির্ধারিত সূরাগুলো শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা হবে। সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৫ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
পাঠের বিষয়বস্তু	নির্ধারিত সূরা ও হাদিসের শিক্ষা (অর্থ,ব্যাখ্যা, শিক্ষা)

কাজ- ১: পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন (সূরা, হাদিসসমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা, শিক্ষা)

- শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সূরা বা হাদিসসমূহের কোন কোন শিক্ষা বাস্তব জীবনে চর্চা করে তা জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তর হ্যাঁ সূচক হলে, শিক্ষার্থী তা কীভাবে অনুশীলন বা চর্চা করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্ধারিত সূরা ও হাদিসসমূহের তাৎপর্য/শিক্ষা সহজ, সরলভাবে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ ও উপস্থাপন

- শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা জোড়ায় নির্ধারিত সূরা এবং হাদিসের শিক্ষা/তাৎপর্য বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে বলতে বা লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- এরপর শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে শ্রেণিতে সকলের উদ্দেশ্য উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উপস্থাপনা চলাকালীন বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে এটি শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।
- শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক তাদের সুবিধামত লিখিত বা বিকল্প কোনো উপায়ে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

- উপস্থাপনের পর শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ/মতামত দিবেন।

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের ছকের কাজটি শিক্ষার্থীকে বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে সম্পূর্ন করতে নির্দেশ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে ১ টি নমুনা উত্তর দেয়া হয়েছে জানিয়ে দিতে পারেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত নির্ধারিত পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“কুরআন-হাদিসের যে শিক্ষায় আমার জীবন আলোকিত করবো” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থীরা নিচের ছকটি পূরণ করে আনবে।)		
সূরা/হাদিসের নাম	সূরা/হাদিস থেকে যে শিক্ষা পাই	বাস্তব জীবনে যেভাবে চর্চা করবো
সূরা আল মাউন	আশে-পাশের মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না।	নিয়মিত যথাসময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাত আদায় করবো।

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন যে, আগামী সেশনে পাঠ্য বইয়ে নির্ধারিত সূরাগুলো শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত এবং কুরআন-হাদিসের মৌলিক বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
- শিক্ষার্থীদের সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।

সেশন : ৬ — সময় : ১ ঘন্টা /৫০ মিনিট

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	কুরআন তিলাওয়াত/কুইজ প্রতিযোগিতা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া

কাজ- ১ : প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি (কুরআন তিলাওয়াত, কুইজ)

- উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। (শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ছয়জন প্রতিযোগি যেনো অংশগ্রহণ করে। যাতে নির্ধারিত সূরাগুলো উপস্থাপিত হয়।)
- বিচারক হিসাবে শিক্ষক বা শিক্ষার্থী নিজে/তাজবিদে দক্ষ ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন।
- প্রতিযোগিতায় বিজয়ী/অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য সাধ্যমত পুরস্কারের (টোকেন গিফট) ব্যবস্থা করবেন। (যেমন: ধর্মীয় গ্রন্থ, ছবি, কাগজ, কলম ইত্যাদি।)

কাজ- ২: শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা

- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে সূরাগুলো তিলাওয়াত করবে।
- এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।

কাজ- ৩: কুরআন-হাদিস সংক্রান্ত কুইজ প্রতিযোগিতা

- প্রতিযোগিতার এই অংশে শিক্ষার্থীদের নিয়ে উক্ত অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ের আলোকে জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা করবেন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষক আগেই কুইজের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে রাখবেন।
- এই প্রতিযগিতাটি লিখিত/মৌখিকভাবে সম্পন্ন করবেন।
- নমুনা কুইজ:

ক্রমিক	কুইজ	মন্তব্য/উত্তর
১.	আল-কুরআনের গুণবাচক নাম কয়টি?	
২.	ফুরকান শব্দের অর্থ কি?	
৩.	“ইয়া আইয়ুহান নাস” কোন ধরনের সূরায় এই কথাটি উল্লেখ আছে?	
৪.	কোন সূরায় সালাতে উদাসীনতা/অলসতা না করার জন্য বলা হয়েছে?	
৫.	প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে। এটি কিসের বাণী?	

- শ্রেণি শিক্ষক কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য উল্লিখিত নমুনা কইজের মতো আরও কুইজ যুক্ত করবেন।
- প্রতিযোগিদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হলে তা বিতরণ করে এই সেশন শেষ করবেন।
- শিক্ষক কুরআন তিলাওয়াত ও কুইজ প্রতিযোগিতা পারদর্শিতা শিক্ষার্থীর শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনায় রাখবেন।

শিখন অভিজ্ঞতা-৭: নিজের ভালো-মন্দগুণ যাচাই করি, উত্তম আখলাক গঠন করি।

শিখন যোগ্যতা : ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

বাস্তব জীবনে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজে চলার ক্ষেত্রে ভালো মূল্যবোধগুলো চর্চা এবং নিন্দনীয়গুলো বর্জন করবে।

(১টি সেশন)

শিক্ষার্থী আত্মসমালোচনা করার মাধ্যমে নিজের কয়েকটি ভালো ও মন্দ গুণ চিহ্নিত করবে।
(প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা এবং প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ এ দুইটি ধাপ নিয়ে **১টি সেশন)**

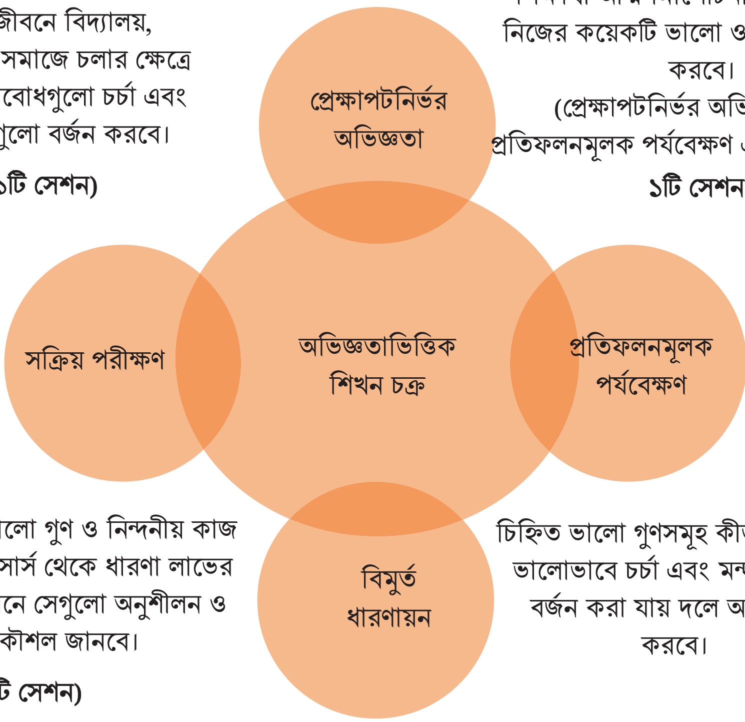

শিক্ষার্থী কতিপয় ভালো গুণ ও নিন্দনীয় কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন রিসোর্স থেকে ধারণা লাভের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে সেগুলো অনুশীলন ও বর্জনের কৌশল জানবে।

(৫টি সেশন)

চিহ্নিত ভালো গুণসমূহ কীভাবে আরও ভালোভাবে চর্চা এবং মন্দ গুণসমূহ বর্জন করা যায় দলে আলোচনা করবে।

সেশন : ১ **সময় : ১ঘন্টা/ ৫০মিনিট**

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, একক কাজ, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: পূর্ববর্তী শ্রেণির আখলাকের পুনরালোচনা

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- সপ্তম শ্রেণির আখলাক অধ্যায়ে আখলাকে হামিদাহ, আখলাকে যামিমাহ বিষয়ক শিক্ষার্থীরা কী কী শিখেছে তা মনে করে লিখতে বলবেন। (যেমন: বিনয়, ক্ষমা, ধৈর্য, ওয়াদা, শিষ্টাচার, প্রতারণা, গুজব, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি)
- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দেখবেন/শুনবেন।

কাজ- ২: একক কাজ

- সপ্তম শ্রেণিতে শেখা/জানা আখলাকগুলোর মধ্যে কোন কোন আখলাক শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে চর্চা/অনুশীলন করেছে এবং বর্জন করেছে তা একাকী চিন্তা করতে বলবেন।
- নিম্নের ছকের আলোকে শিক্ষার্থীদের এককভাবে কাজটি করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলে কাজটি মিলিয়ে নিতে বলবেন।
- যথাযথ স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা বজায় রেখে পূরণকৃত ছকটি অভিভাবকের মতামতসহ পরবর্তী সেশনে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীর পূরণকৃত ছকের কাজ মূল্যায়ন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারফরমেন্স রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“সপ্তম শ্রেণিতে জেনে যেসব আখলাক নিয়মিত চর্চা ও বর্জন করি”
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে)

ক্র. নং	সপ্তম শ্রেণিতে জেনে আমি যেসব আখলাক নিয়মিত চর্চা/ বর্জন করি	যেভাবে চর্চা/বর্জন করেছি	অভিভাবকের মন্তব্য (হ্যাঁ/না)
১.	বিনয় ও নম্রতা	বিদ্যালয়, পরিবারে কথা বলার সময় ছোট/ বড় সবার সাথে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করি।	হ্যাঁ
২.	পরোপকার	একজন সহপাঠী অসুস্থ হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছি।	
৩.	অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো	কোনো তথ্য নিশ্চিত না হয়ে পরিবার, বিদ্যালয়ে কারো কাছে প্রকাশ করি না।	

কাজ- ৩: দল গঠন

- শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন এই বলে, তারা দলীয়ভাবে পরবর্তীতে (শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক) আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহর বিভিন্নদিক ভূমিকাভিনয়ের (নাটিকা) মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। তাই এখনই দলটি গঠন করে ফেলতে হবে। গঠিত দলগুলো নির্ধারিত সেশনে (৭ নং সেশন) একসাথে কাজ করবে।
- শিক্ষক মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে সুবিধাজনক সদস্য সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিক্ষক ৫/৬ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করবেন এবং দলনেতা নির্বাচন করে দিবেন। দলনেতা নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী দলনেতা হওয়ার সুযোগ পায়।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে

থাকে।

কাজ- ৩: বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপন

- নিম্নের কাজটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে অথবা বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দলে কাজটি করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের সাথে মিলিয়ে সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- দলে কাজটি করার সময় সব দলে গিয়ে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। কারও বুঝতে সমস্যা হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে দিবেন যাতে সে নিজে কাজটি বুঝতে পারে এবং করতে সমর্থ হয়।
- কাজটি শেষ হলে প্রতিটি দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে দলগত কাজ শেষ করবেন।

নমুনা ছক-

বিষয়বস্তু	বিদ্যালয়ে যেভাবে চর্চা করবো	পরিবারে যেভাবে চর্চা করবো
ক্ষমা	সহপাঠী কারো আচরণ/ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে সেটি উপেক্ষা করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখাবো।	পরিবার, প্রতিবেশি কারো আচরণ যেমন মিথ্যা অপবাদ, ওয়াদা ভঙ্গ প্রভৃতি করলে তাকে ক্ষমা করে দিব।
হিংসা	সহপাঠীদের ভালো ফলাফল, উন্নতিতে হিংসা না করে, তার ভালো কাজগুলো অনুসরণ করব।	পরিবার/প্রতিবেশি কারো শুভ সংবাদ, উন্নতি-সমৃদ্ধিতে হিংসা না করে তার সফলতা প্রার্থণা করব।
আমানত রক্ষা		
প্রতারণা		
ওয়াদা পালন		

কাজ- ৪: শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন

- শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা তা আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে সেশন শেষে শিক্ষক খুঁজে বের করবেন।
- পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষক সহায়িকা ভালোভাবে পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে সেশন পরিচালনা করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা, একক/জোড়ায় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া

বিষয়বস্তু	দানশীলতা, মিতব্যয়িতা

কাজ- ১: শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা নিয়ে আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক ধারণা লাভ করেছেন যে, শিক্ষার্থীরা আখলাকগুলো (হামিদাহ, যামিমাহ) কীভাবে চর্চা/অনুশীলন করে।
- শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গত পাঠের উপস্থাপনা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ/মতামত দিবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আখলাকে হামিদাহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা জানবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা, প্রদর্শন বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড এর মাধ্যমে দানশীলতা, মিতব্যয়িতার সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: জোড়ায় কাজ

- নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিল করে দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে দানশীলতা এবং মিতব্যয়িতার প্রয়োগক্ষেত্রের তালিকা তৈরি করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে শিক্ষক সহায়তা করতে পারেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

> “আমাদের (শিক্ষার্থী) দৈনন্দিন জীবনে দানশীলতা এবং মিতব্যয়িতার প্রয়োগক্ষেত্র”
> (শিক্ষার্থী জোড়ায় আলোচনা করে তার/তাদের দৈনন্দিন জীবনে দানশীলতা এবং মিতব্যয়িতার প্রয়োগক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে একটি তালিকা তৈরি করবে)

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থীদের এই বলে প্রস্তুতি নিতে বলবেন, আগামী সেশনে “প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির অধিকার” বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে।
- শিক্ষার্থীদের নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে আসার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বিতর্কের বিষয়বস্তু
ক) প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা।
খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায়ে সামজিক সচেতনতা ও ইসলামি শিক্ষা।
গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: আমাদের/আমার করণীয়।
ঘ) পরিবার/প্রতিবেশি অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি আমাদের/আমার করনীয়: ইসলামের শিক্ষা।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা আখলাক সম্পর্কে নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৩ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা/বিতর্ক, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও রোগীর সেবা

কাজ- ১: বিতর্কের প্রস্তুতি

- বিগত সেশনের নির্দেশনা আলোকে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির অবস্থা জেনে নিবেন।
- শিক্ষক বিতর্কের নিয়ম উল্লেখ করে দ্রুত শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শ্রেণি বিন্যাস করে নিবেন।
- দৈবচয়নের মাধ্যমে দল গঠনের নিয়ম মেনে একাধিক দল গঠন করে বিষয়বস্তু বন্টন করবেন।

বিতর্কের বিষয়সমূহ
ক) প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা।
খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আদায়ে সামজিক সচেতনতা ও ইসলামি শিক্ষা।
গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার: আমাদের/আমার করণীয়।
ঘ) পরিবার/প্রতিবেশি অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি আমাদের/আমার করনীয়: ইসলামের শিক্ষা।

কাজ- ২: নির্ধারিত বিষয়ে বিতর্ক উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবেন , আজকে আমরা বিতর্ক আলোচনা করব। নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।
- বিতর্কের বিষয়সমূহ বোর্ডে লিখে বলে দিবেন বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে প্রদর্শন করবেন।

- বক্সের নির্দেশনা এবং বিতর্কের নির্ধারিত বিষয়বস্তুর আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে বিতর্ক অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

বিতর্কে অংশগ্রহণের নির্দেশনা
◆ শিক্ষার্থীদের বিতর্কে অংশগ্রহণের নির্দেশনা শিক্ষক পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে অথবা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করবেন। ◆ কোনো শিক্ষার্থী বিষয়টি না বুঝলে বা অস্পষ্টতা থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন। ◆ শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে পাঁচ/ছয় জনের একটি দল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে। ◆ একজন মডারেটর হবে অন্যরা বক্তা হবে। ◆ মডারেটরের উপস্থাপনায় বক্তারা একজন করে পর পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। ◆ শিক্ষকের সহায়তায় মডারেটর পূর্বেই বিতর্কের বিষয়সমুহের মৌলিক ধারণা রাখবে। ◆ একজন বক্তব্য দিলে, সেই বক্তার উপস্থাপনার যুক্তি খন্ডনের সুযোগ মডারেটরের অনুমতি নিয়ে অন্য দল করতে পারবে। ◆ আলোচনা শেষে মডারেটর দুই দলের প্রধান দুই বক্তাকে আলোচনার সুযোগ দিবে। বক্তারা যুক্তির মাধ্যমে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সঠিক ধারণা প্রদান করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ◆ আলোচনা চলাকালীন সময়ে বাকী শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে। ◆ শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ের উপর সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করবেন। চমৎকার বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে এই পর্ব শেষ করবেন।

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের ছকের কাজটি শিক্ষার্থীকে বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে ১ টি নমুনা উত্তর দেয়া হয়েছে জানিয়ে দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীরা এই চেকলিস্টে নিজের মতো করে আরও কার্যক্রম যুক্ত করতে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার সাথে বা প্রতিফলন ডায়েরির কাজটি মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

নিজ পরিবার/প্রতিবেশি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করেছি/করবো। (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী একটি চেকলিস্ট তৈরি করবে। চেকলিস্টটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনায় রাখবেন)			
ক্রমিক	কার্যক্রম	করেছি	করবো
১.	মা-বাবা অসুস্থ হলে তাদের সময় মতো ঔষধ সেবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।	√	
২.	প্রতিবেশি/আত্মীয় অসুস্থ থাকলে/হলে তার খোঁজ খবর নেওয়া।		√
৩.	সাধ্য অনুযায়ী অসুস্থ ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। (সেবা-শুশ্রূষা, অর্থ, খাবার ইত্যাদি)		√
৪.	অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া।	√	
৫.			
৬.			

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৪ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	নারীর প্রতি সম্মান, দেশ প্রেম ও শালীনতা

কাজ- ১ : প্রতিফলন ডায়েরি পর্যালোচনা

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশন শুরু করবেন।
- গত সেশনে প্রদত্ত প্রতিফলন ডায়েরি লিখনের কাজটি (চেকলিস্ট পূরণ)) দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন (নারীর প্রতি সম্মান, দেশপ্রেম ও শালীনতা)

- গত সেশনের আলোচনা সম্পর্কে ২/১ জনকে বলতে বলবেন।
- গত সেশনের বিতর্ক আলোচনা থেকে আখলাক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের লিখিত গুরুত্বপুর্ণ পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার যোগসূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নারীর প্রতি সম্মান, দেশপ্রেম ও শালীনতা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নারীর প্রতি সম্মান, দেশ প্রেম ও শালীনতা সম্পর্কে নতুন পয়েন্ট আহবান করবেন।
- কোনো নতুন পয়েন্ট পেলে বোর্ডে পূর্বের লেখা পয়েন্টগুলোর সাথে যোগ করে দিবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে লেখা পয়েন্টগুলো সকলের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে বলবেন।

কাজ- ৩: জোড়ায় কাজ

- নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিল করে দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে সহায়তা করতে পারেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“নারীদের কোন কোন উপায়ে আমি বা আমারা সম্মান প্রদর্শন করতে পারি”
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী জোড়ায় আলোচনা করে পরিবার, প্রতিবেশি, সহপাঠী নারীদের কোন কোন উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করে বা করবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে)

১) উত্তম ব্যবহার	২) মতামতকে সম্মান প্রর্দশন
৩) কুদৃষ্টি পরিহার	৪) চলাফেরায় ইভটিজিং না করা।

কাজ- ৪: প্যানেল আলোচনা

- প্যানেল আলোচনার নিয়ম মেনে নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীদের প্যানেল আলোচনা করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অস্পষ্টতা থাকলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

“কুরআন-হাদিসের আলোকে দেশপ্রেম চর্চা করি, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি”
“শালীনতা জেনে/বুঝে নেই, নিজেকে আধুনিক করি”
উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থীরা প্যানেল/দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

কাজ- ৫: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৫ সময়: ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, দলীয় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	যুলুম, চৌর্যবৃত্তি ও সুদ

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি মন্দ/নিন্দনীয় আখলাকের তালিকা করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর লেখা দেখাতে/বলতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুলুম, চৌর্যবৃত্তি ও সুদ বিষয়ে ইসলামের দিক-নির্দেশনা প্রশ্নোত্তর, আলোচনা বা পাওয়ারপয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২: দলীয় কাজ

- সুবিধামত সদস্য সংখ্যা নিয়ে দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দল গঠন করবেন ।
- দলে নিম্নের বক্সের কাজটি করতে নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত পৃষ্ঠার কাজের সাথে মিল করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- কাজটি দলে আলোচনা ও উপস্থাপনার জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন।
- প্রত্যেক দলে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে শিক্ষক ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে সুযোগ দিবেন।

> “আখলাকে যামিমাহ এর ক্ষতিকর দিকগুলোর তালিকার তৈরি”
> (শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আখলাকে যামিমাহর (যুলুম, চৌর্যবৃত্তি ও সুদ) ক্ষতিকর দিকগুলো তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে)

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নের ছকের কাজটি শিক্ষার্থীকে বাড়িতে প্রতিফলন ডায়েরিতে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে ১ টি নমুনা উত্তর জানিয়ে দিতে পারেন।
- কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থী কীভাবে তার পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিতে পারে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত পৃষ্ঠার সাথে বা প্রতিফলন ডায়েরির কাজটি মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার নিয়ম শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“আখলাকে যামিমাহ (যুলুম, চৌর্যবৃত্তি ও সুদ) বর্জন করে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখি”
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থী দৈনন্দিন জীবনে (পরিবার, বিদ্যালয়) উক্ত আখলাকে যামিমাহ কীভাবে বর্জন করে/করবে তা লিখে আনবে। এক্ষেত্রে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের (মাতা-পিতা/ দাদা-দাদী/বড় ভাই-বোন/অন্যান্য সদস্য) সহায়তা নিতে পারবে।)

নিন্দনীয় আখলাক	বর্জন করি	বর্জন করবো	অভিভাবকের মতামত/ পরামর্শ
যুলুম	– পরিবার, প্রতিবেশিদের শারীরিক/ মানসিকভাবে আঘাত করি না। – শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করি না।		– পরিবারে ছোট সদস্যদে শারীরিক/ মানসিক আঘাত করা যাবে না।
চৌর্যবৃত্তি	– অন্যের লেখা নিজের বলে নামে প্রচার করি না।	– বিদ্যালয়ে, চলার পথে কারো কোনো বস্তু পড়ে থাকলে সেটি নিবো না।	– অসেচতনতাভাবে কারো কোনো বস্তু নিজের কাছে চলে আসলে মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
সুদ		– সুদের কুফলগুলো পরিবারের সদস্যদের অবহিত করবো। সুদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা মেনে চলব।	– সুদযুক্ত কার্যক্রমে নিজে যুক্ত না করা।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৬ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	উপস্থাপনা, আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া
বিষয়বস্তু	ঘৃণা, মিথ্যা শপথ ও অলসতা

কাজ- ১: প্রতিফলন ডায়েরি পর্যালোচনা

- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রতিফলন ডায়েরির তথ্য বলতে/দেখাতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- ঘৃণা, মিথ্যা শপথ, অলসতা ইত্যাদি নিন্দনীয় আখলাক সমূহ একজন মানুষের কি কি ক্ষতি করতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ঘৃণা, মিথ্যা শপথ ও অলসতা ইত্যাদি থেকে কিভাবে নিজেকে দূরে রাখা যায় তা প্রশ্নোত্তর, আলোচনা বা পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডের এর মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: আগামী সেশনের জন্য প্রস্তুতি

- শিক্ষক এই বলে নির্দেশনা দিবেন, আজকের সেশন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা যতগুলো আখলাক (ভালো/নিন্দনীয়) সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে সেগুলো বাস্তব জীবনে কীভাবে অনুশীলন/চর্চা করবে তা অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাবে।
- শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সেশনে অভিনয়ের জন্য পান্ডুলিপি (স্ক্রিপ্ট) তৈরি করবে এবং ভূমিকাভিনয় করবে।
- এ অভিজ্ঞতার ১ম সেশনে গঠিত দল আগামী সেশনে দলে কাজগুলো সম্পন্ন করবে।

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৭ সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	স্ক্রিপ্ট তৈরি, ভূমিকানিভয় অনুশীলন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, মাল্টিমিডিয়া

কাজ- ১: দল গঠন

- শিক্ষক মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে সুবিধাজনক সদস্য সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষক ১ম সেশনে গঠিত দলগুলোকে পৃথক পৃথক বসতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক ৫/৬ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করবেন এবং দলনেতা নির্বাচন করে দিবেন। দলনেতা নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী দলনেতা হওয়ার সুযোগ পায়।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী, বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে থাকে।
- এছাড়া প্রতিটি দলে স্ক্রিপ্ট লেখায় এবং ভূমিকানিভয়ে পারদর্শী শিক্ষার্থীর সমন্বয় নিশ্চিত করবেন।

কাজ- ২: স্ক্রিপ্ট লিখন ও ভূমিকাভিনয়

- দল গঠন হলে, শিক্ষক প্রতিটি দলকে একটি করে বিষয় দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করে দেবেন।
- ভূমিকানিভয় বা নাটিকার জন্য শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে পান্ডুলিপি (স্ক্রিপ্ট) তৈরি করবে।

ভূমিকাভিয়নয়ের বিষয়গুলো হতে পারে- এছাড়াও শিক্ষক প্রাসঙ্গিক বিষয় যুক্ত করতে পারেন	
১) দানশীলতা	৪) দেশপ্রেম
২) প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা ও অধিকার	৫) ঘৃণা
৩) নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৬) যুলুম ইত্যাদি

- দলে কাজটি করার সময় সব দলে গিয়ে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। কারও বুঝতে সমস্যা হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে দিবেন যাতে সে নিজে কাজটি বুঝতে পারে এবং করতে সমর্থ হয়।
- প্রতিটি দলের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখন ও ভূমিকাভিনয়ের জন্য সময় নির্ধারন করে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা তাদের দলের জন্য নির্বাচিত আখালাকে হামিদাহ/আখলাকে জামিমাহ বিদ্যালয়, পরিবারে কীভাবে চর্চা/বর্জন করবে তা নমুনা স্ক্রিপ্টের মতো দলে আলোচনা করে তৈরি করবে।
- শিক্ষক সবগুলো দলের স্ক্রিপ্ট পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করবেন। (এক্ষেত্রে, শিক্ষক বিশেষ নজর রাখবেন কোনো স্ক্রিপ্টে আমাদের সমাজ/সংস্কৃতির জন্য ভুল বা নেতিবাচক কোনো বার্তা যেনো না যায়।)
- স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ হলে সবগুলো দলকে স্ব স্ব বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ভূমিকাভিনয়ের নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্র অনুযায়ী আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমাহ চর্চা/বর্জন করার উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীরা এ সেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই অভিজ্ঞতা সমাপ্ত করবেন।
- ভূমিকাভিনয়ের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

নমুনা স্ক্রিপ্ট
দৃশ্য এক : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ইউনুস : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর বাবা শিক্ষার্থী রাশেদকে (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী) বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিয়ে যাবেন। আব্দুল করিম : প্রধান শিক্ষকের কক্ষে শিক্ষার্থীর ভর্তি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। প্রধান শিক্ষক ভর্তির সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন।
দৃশ্য দুই : প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ হাসান (৮ম শ্রেণির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক) : তিনি রাশেদকে নিয়ে (প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীর সাথে তাকে পরিচয় করে দিয়ে সামনের আসনে বসার সুযোগ করে দিতে বলবেন।
দৃশ্য তিন : শ্রেণি পরিবেশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পর শ্রেণিকক্ষের অধিকাংশ শিক্ষার্থী রাশেদকে নিয়ে হাসাহাসি, তাচ্ছিল্য করবে। (খোড়া, প্রতিবন্ধী, কানা এ জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করবে এবং রাশেদের পাশ থেকে উঠে যাবে) রাশেদ : তার সহপাঠীদের এমন আচরণে কষ্ট পাবে, শ্রেণিকক্ষের এক পাশে মন খারাপ করে বসে থাকবে। বেলায়েত : নতুন সহপাঠীর সাথে তার বন্ধুদের আচরণে কষ্ট পাবে এবং সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। অধিকাংশ শিক্ষার্থী বেলায়েতের কথা শুনবে না।
শেষ দৃশ্য: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রবেশ হাসান (শ্রেণি শিক্ষক): শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর কুশল বিনিময় করবেন এবং লক্ষ্য করবেন যে, রাশেদ মন খারাপ করে বসে আছে। হাসান : রাশেদ তোমার মন খারাপ কেনো? রাশেদ : চুপ করে থাকবে....... বেলায়েত: দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা বর্ণনা করবে। হাসান : ঘটনাটি শোনে কুরআন-হাদিস এবং আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো সংক্ষেপে বলবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। শরীফ (রাশেদকে নিয়ে বেশি হাসাহাসি করেছিল): সে উঠে দাঁড়িয়ে সবার পক্ষে রাশেদের কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আজ থেকে রাশেদের সকল কাজে সহযোগিতা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করবে। রাশেদের মুখমন্ডলে হাসিভাব ফুটে উঠবে।

শিখন অভিজ্ঞতা-৮: ইসলামের মহামানবদের জীবনাদর্শ অনুসন্ধান করি, তাঁদের আদর্শে জীবন গড়ি।

শিখন যোগ্যতা : ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

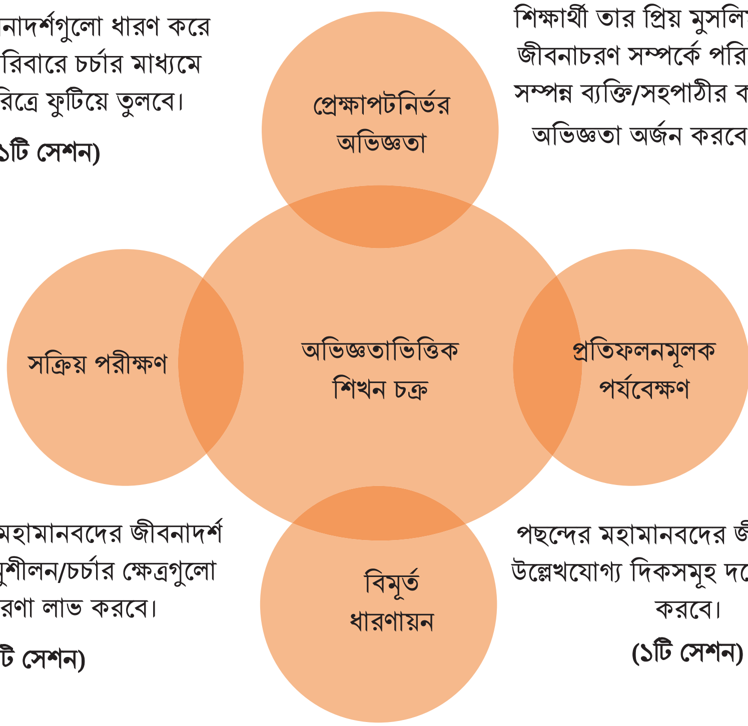

সেশন : ১ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, একক কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১ : ফিরে দেখা (পূর্বের শ্রেণির জীবনাদর্শ)

- শিক্ষক এই সেশন শুরু করার পূর্বের শ্রেণির (সপ্তম শ্রেণি) জীবনাদর্শ অধ্যায়ে মুসলিম মহামানবদের জীবনাদর্শ (জীবনাদর্শগুলো: হযরত মুহাম্মাদ (সা.), ইসমাঈল (আ.), আয়েশা (রা.), উমর (রা.), মাইনুদ্দীন চিশতী (রহ.) প্রমুখ) দেখে নিবেন।

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করার মাধ্যমে মানসিক পরিবেশ তৈরি করবেন।
- ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করবেন। দল গঠনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যে নিয়মে দল গঠন করেছেন সে নিয়ম অবলম্বন করবেন।
- সপ্তম শ্রেণির জীবনাদর্শ অধ্যায়ে মুসলিম মহামানবদের জীবনাদর্শ বিষয়ক যা যা শিখেছে, তা শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বিভিন্ন দলে ঘুরে ছোট ছোট ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে একজনকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন। অন্য দলগুলোকে মনোযোগী রাখবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ

- নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে সহায়তা করতে পারেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

‘পূর্বের শ্রেণির জীবনাদর্শ জেনে অনুকরণীয় গুনাবলী যেভাবে চর্চা বা অনুশীলন করেছি’
সপ্তম শ্রেণিতে জানা জীবনাদর্শগুলোর মধ্যে কার কার জীবনাদর্শ শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনে চর্চা বা অনুশীলন করেছে তার একটি তালিকা/ঘটনা উপস্থাপন করবে।

কাজ- ৩ : অনুধাবনমূলক কাজ (বাড়ির কাজ)

- নিম্নে উল্লিখিত ছকে প্রদত্ত কাজ বাড়িতে অনুধাবন বা চিন্তা করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত কাজের সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- ছকে উল্লিখিত নমুনা ১/২টি উত্তর বলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করতে পারেন।
- বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে তার বলে দিবেন।
- অনুসন্ধানমূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- শিক্ষার্থী ছকটি পূরণ করে পরবর্তী সেশনে নিয়ে আসতে বলবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“আমার প্রিয় ব্যক্তির যেসব গুণ আমি অনুসরণ করার চেষ্টা করি” (উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে নির্ধারিত ছকটি শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে। প্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে পারে শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্য/প্রতিবেশি/সহপাঠী/শিক্ষক প্রমুখ। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থী প্রিয় ব্যক্তি নির্বাচনে পিতা-মাতা এবং মুসলিম মহামানব নাম উল্লেখ না করার নির্দেশনা দিবেন। কেননা এই মানুষগুলো আমাদের সবার প্রিয়।)			
ক্রমিক.	প্রিয় ব্যক্তি	পছন্দের গুণাবলী	যেভাবে অনুসরণ করি
১.	মাহির (সহপাঠী)	সত্যবাদী, ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা	দৈনন্দিন জীবনের সব ক্ষেত্রে সৎ, সত্য কথা বলি।
২.	বেলায়েত উল্লাহ্(শিক্ষক)	সময়ানুবর্তিতা, প্রাঞ্জল	বিদ্যালয়/পরিবারে সময়ের কাজ সময়মত করি, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করি।
৩.	আদিবা (বোন)	ধর্মীয় জ্ঞান, অধ্যবসায়ী	পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে ধর্মীয় বই পড়ি। শ্রেণির পড়া/বাড়ির কাজ মনোযোগ দিয়ে করি।

কাজ- ৪ : সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ২ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, একক কাজ, প্রতিফলন ডায়েরি লিখন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১ : বাড়ির কাজ পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত বাড়ির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা জীবনাদর্শ সমূহে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পরিচালনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীর প্রিয়/পছন্দের মুসলিম মহামানবের জীবনাদর্শের গুণাবলী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/১ মিনিট

চিন্তা করতে বলবেন।

- এক বা একাধিক মুসলিম মহামানবের জীবনাদর্শের উল্লেখযোগ্য ঘটনা (এই বইয়ে উল্লিখিত জীবনাদর্শ ব্যতীত) শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করতে নির্দেশনা দিবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে কাজটি করতে বলবেন।
- ক্লু/ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজটি করতে সহায়তা করতে পারেন।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়া শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- শিক্ষার্থীর প্রিয়/পছন্দের জীবনাদর্শ হতে পারে;

হযরত আবু বকর (রা.) এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক (জীবনাদর্শটি কেনো শিক্ষার্থীর প্রিয়/পছন্দ তার একটি তালিকা তৈরি করবে)	
স্বল্পভাষী দয়ালু	পরোপকারী বৃদ্ধের প্রতি বিশেষ যত্নশীল

কাজ- ৩ : প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি প্রতিফলন ডায়েরিতে (বাড়িতে) করতে নির্দেশ দিবেন।
- প্রয়োজনে প্রতিফলন ডায়েরির ছকটি পাওয়ার পয়েন্ট অথবা বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সহায়তা করবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার পূর্বের নির্দেশনা (বিগত সেশনে উল্লিখিত) শিক্ষার্থীদের পুনরায় অবহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

"পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত মুসলিম মনীষীদের মধ্যে এক/একাধিক জীবনাদর্শ পর্যালোচনা" (শিক্ষার্থী উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে তার প্রিয়/পছন্দের এক/একাধিক মনীষীর জীবনাদর্শের কোন কোন দিকগুলো নিজের দৈনন্দিন জীবনে চর্চা/অনুশীলন করবে তা লিখে আনবে।)
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শ থেকে যে অনুপ্রেরণা পাই: পারস্পরিক সহাবস্থান, সবার সমান অধিকার নিশ্চিত (মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি), অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা (বদর, উহুদের যুদ্ধ) .... হযরত ওসমান (রা.) এর জীবনাদর্শ থেকে যে অনুপ্রেরণা পাই: ....

কাজ- ৪: সেশনের সারমর্ম ও আত্ম-প্রতিফলন

- এ সেশনের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা নতুন কী কী অভিজ্ঞতা, অনুভূতি অর্জন করেছে তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজনকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক বিগত সেশনগুলোর আলোকে আত্ম-প্রতিফলন করবেন।
- সেশনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

সেশন : ৩

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, প্যানেল আলোচনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জীবনাদর্শ (হিজরত থেকে হুদায়বিয়া)

কাজ- ১: প্রতিফলন ডায়েরি পর্যালোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত বাড়ির কাজ দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শ থেকে কী কী জেনেছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।
- ২/১জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক (হিজরত থেকে হুদায়বিয়া পর্যন্ত) আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বা পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: প্যানেল আলোচনা

- শিক্ষক সহায়িকায় পূর্বের সেশনে উল্লিখিত প্যানেল আলোচনার নিয়মগুলো দেখে নিবেন।
- প্যানেল আলোচনার শিরোনাম বোর্ডে লিখে বলে দিবেন।
- শিক্ষক প্যানেল আলোচনার নিয়ম শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় শ্রেণি বিন্যাস করে নিবেন।
- প্যানেল আলোচনার নির্দেশনা এবং নিম্নোক্ত শিরোনামের আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

“হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ (সম্প্রীতি, সহাবস্থান, ধৈর্য, ত্যাগ) বাস্তব জীবনে কীভাবে চর্চা করব” (এ শিরোনামের আলোকে দলে/প্যানেল আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করবে।উপস্থাপনা চলাকালীন অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহ শোনার নির্দেশ প্রদান করবেন।)

কাজ- ৪: আগামী সেশনের জন্য প্রস্তুতি

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি প্রতিফলন ডায়েরিতে (বাড়িতে) করতে নির্দেশ দিবেন।
- প্রয়োজনে ছকটি পাওয়ার পয়েন্ট অথবা বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সহায়তা করবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার পূর্বের নির্দেশনা (বিগত সেশনে উল্লিখিত) শিক্ষার্থীদের পুনরায় অবহিত করতে পারেন।
- কাজটি করতে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- ছকে উল্লিখিত উত্তর বা ক্লু/ইংগিত দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

‘হযরত ইবরাহিম (আ.) জীবনাদর্শের যেসব দিকগুলোতে ত্যাগের মহিমা ফুটে উঠেছে’ (শিক্ষার্থী তার পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে আলোচনা বা মতবিনিময় নির্ধারিত ছকে লিখে আনবে)।	
পরিবারের সদস্য	হযরত ইবরাহিম (আ.) এর ত্যাগ সম্পর্কে মতামত
বাবা	আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য স্ত্রী, ভাইয়ের পুত্রকে নিয়ে হিজরত করেন।
মা	আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার প্রিয় বস্তু (সন্তান হযরত ইসমাঈল আ.) কে কুরবানি করেন।

সেশন : ৪

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, জোড়ায়/দলীয় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	হযরত ইবরাহিম (আ.) এবং হযরত ওসমান (রা.) এর জীবনাদর্শ

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানির মাধ্যমে আল্লহ হযরত ইবরাহিম (আ.) এর কী পরীক্ষা করেছেন তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শ নিয়ে ব্রেইন স্টর্মিং করার নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং সকল শিক্ষার্থীকে ২/১ টি পয়েন্ট মনে রাখতে বলবেন।
- বোর্ডের মাঝখানে "হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শ" লিখবেন।
- দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একটি করে পয়েন্ট বলতে বলবেন।
- একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে "হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শ" এর চারদিকে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে পয়েন্টগুলো লিখতে বলবেন।
- ৮/১০ জনের পয়েন্ট লেখার পর জিজ্ঞেস করবেন অন্য কারও নতুন পয়েন্ট আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সেগুলোও বোর্ডে লিখতে বলবেন।

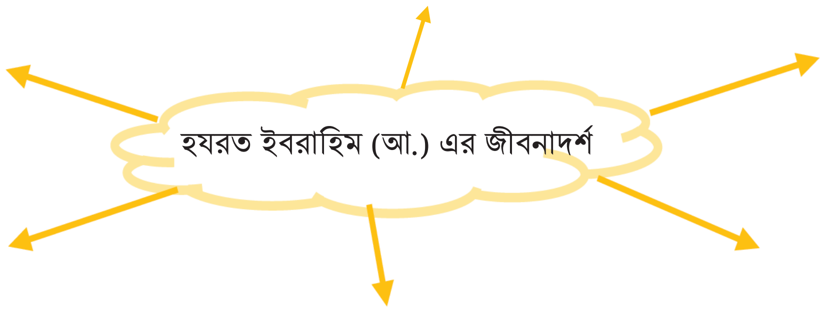

- একটি বৃত্তাকার মাইন্ড ম্যাপ হবে। অন্য একজন শিক্ষার্থীকে সকলের উদ্দেশ্যে পয়েন্টগুলো পড়ে শোনাতে বলবেন।
- সকল শিক্ষার্থীকে এই কাজে মনোযোগী রাখবেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করবেন।

কাজ- ২: জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ২/১ মিনিট একাকী চিন্তা করতে বলবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে জোড়ায় আলোচনা করে তালিকাটি তৈরি করতে বলবেন এবং কাজটি করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- কারও বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়াকে উপস্থাপন করার সুযোগ দিবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

"হযরত ওসমান (রা.) এর চারিত্রিক গুণাবলী"
(শিক্ষার্থীরা জোড়ায়/দলে আলোচনা করে উক্ত শিরোনামের আলোকে একটি তালিকা তৈরি করে নিজেদের জীবনে কীভাবে অনুশীলন করবে তা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন (পোস্টার) করবে।)

কাজ- ৩: প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি প্রতিফলন ডায়েরিতে (বাড়িতে) করতে নির্দেশ দিবেন।
- প্রয়োজনে প্রতিফলন ডায়েরির ছকটি পাওয়ার পয়েন্ট অথবা বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সহায়তা করবেন।
- কাজটি পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুবিধার্থে ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার পূর্বের নির্দেশনা (বিগত সেশনে উল্লিখিত) শিক্ষার্থীদের পুনরায় অবহিত করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের আর কোন প্রশ্ন থাকলে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

“হযরত ওসমান (রা.) এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কাজগুলো বাস্তব জীবনে চর্চা/অনুশীলন করব”
(উল্লিখিত শিরোনামে শিক্ষার্থী নির্ধারিত ছকটি বাড়ি থেকে পূরণ করে আনবে।)

ক্রমিক	গুণাবলী	যেভাবে চর্চা/অনুশীলন করব
১.	পরোপকারী	বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করব।
২.		
৩.		
৪.		

কাজ- ৪: আগামী সেশনের জন্য প্রস্তুতি

- শিক্ষক নিম্নের ছকের কাজটি প্রতিফলন ডায়েরিতে (বাড়িতে) করতে নির্দেশ দিবেন।
- প্রতিফলন ডায়েরি লেখার পূর্বের নির্দেশনা (বিগত সেশনে উল্লিখিত) শিক্ষার্থীদের পুনরায় অবহিত করতে পারেন।
- কাজটি করতে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে বুঝিয়ে দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা সহজভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

‘মুসলিম মহিয়সী নারীদের একটি তালিকা তৈরি’
(বিভিন্ন রিসোর্স ব্যবহার করে (পাঠ্যপুস্তক, অনলাইন, পরিবারে সদস্যদের সাথে আলোচনা)
শিক্ষার্থী মুসলিম মহিয়সী নারীদের একটি তালিকা করবে)

সেশন : ৫ **সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, জোড়ায়/দলীয় কাজ
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনাদর্শ

কাজ- ১: বিষয়বস্তু উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীর প্রস্তুতকৃত মুসলিম মহিয়সী নারীদের তালিকা (বিগত সেশনের নির্দেশনার আলোকে) উপস্থাপন করতে বলবেন।
- উল্লিখিত মুসলিম মহিয়সী নারীদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণা জানার চেষ্টা করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনার্দশের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।

কাজ- ৩: দলীয় আলোচনা

- সুবিধামত সদস্য সংখ্যা নিয়ে দল গঠনের নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দল গঠন করবেন ।
- নিম্নের বক্সের কাজটি শিক্ষার্থীদের দলে করতে নির্দেশনা দিবেন।
- প্রত্যেক দলে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বুঝতে না পারলে শিক্ষক ক্লু/ইংগিত দিয়ে সহায়তা করবেন।
- দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে সুযোগ দিবেন।

> “হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত শাহজালাল (রহ.) এর জীবনার্দশ বাস্তব জীবনে যেভাবে চর্চা করবো”
>
> (শিক্ষার্থীরা উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে দলে আলোচনা করে উপস্থাপন (পোস্টার) করবে। উপস্থাপনা চলাকালীন অন্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগসহকারে শুনবে।)

কাজ- ৪: আগামী সেশনের জন্য প্রস্তুতি

- জীবনাদর্শ বিষয়ক আলোচনাসমূহ নিয়ে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক পোস্টার/ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করবে।
- কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে নির্দেশনা দিবেন। এক্ষেত্রে,

উপকরণসমূহ যেনো সহজলভ্য ও কম ব্যয়বহুল হয় এ বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

- কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের পরবর্তী সেশনে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

সেশন : ৬ — সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, দলীয় কাজ, পোস্টার/প্রতিবেদন তৈরি
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার

কাজ- ১: দল গঠন

- শিক্ষক মোট শিক্ষার্থীদের কাজের ধরন (পোস্টার/প্রতিবেদন তৈরি) বিবেচনায় রেখে সুবিধাজনক সদস্য সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- জীবনাদর্শগুলোর আলোকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পোস্টার তৈরি করবে তাদের নিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৫/৬ জন সদস্য নিয়ে এক বা একাধিক দল গঠন করবেন।
- একইভাবে যেসব শিক্ষার্থী প্রতিবেদন তৈরি করবে তাদের নিয়ে পৃথক পৃথক দল গঠন করবেন।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী,বিভিন্ন লিঙ্গের শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে থাকে।

কাজ- ২ : বিষয়বস্তু নির্বাচন

- শিক্ষক দ্বৈচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি দলের জন্য একটি করে বিষয় নির্ধারণ করবেন।

বিষয়বস্তুগুলো হতে পারে;	
১) হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর জীবনাদর্শ ২) হযরত ইবরাহিম (আ.)- এর জীবনাদর্শ ৩) হযরত ওসমান (রা.)- এর জীবনাদর্শ	৪) হযরত ফাতিমা (রা.)- এর জীবনাদর্শ ৫) হযরত শাহজালাল (রহ.)- এর জীবনাদর্শ

কাজ- ৩: পোস্টার/প্রতিবেদন তৈরি ও উপস্থাপন

- শিক্ষক এই বলে নির্দেশনা দিবেন, দলের জন্য নির্বাচিত জীবনাদর্শ বাস্তব জীবনে কীভাবে অনুশীলন বা চর্চা করবে তা পোস্টারে বা প্রতিবেদন লিখে উপস্থাপন করবে।
- নির্বাচিত বিষয় দলে আলোচনা করে প্রত্যেক দল পোস্টার বা প্রতিবেদন লিখতে নির্দেশনা দিবেন এবং কাজটি সম্পূর্ণ করার সময় নির্ধারণ করে দিবেন।

- শিক্ষক দলের কাছে গিয়ে দেখবেন কোনো সদস্যের সমস্যা/অস্পষ্টতা আছে কিনা? থাকলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে বুঝতে সহায়তা করবেন।
- পোস্টার বা প্রতিবেদন লেখা শেষ হলে প্রত্যেক দলের কাজ ওয়ালে অথবা ক্লাসের মধ্যে সুবিধাজনক কোনো জায়গায় যেখানে একটি দলের সকল সদস্যরা একসাথে দাড়াতে পারবে সেখানে টানিয়ে দিতে সহায়তা করবেন।
- একদলের কাজ অন্য সকল দল ওয়াকিং ওয়াল পদ্ধতিতে ঘুরে ঘুরে দেখবে। গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন তথ্য খাতায় নোট করবে বলে নির্দেশনা দিবেন।
- সকল দলের কাজ দেখা এবং নোট নেয়া শেষ হলে আবার নিজ দলে বসতে বলবেন।
- প্রত্যেক দল থেকে একজনকে অন্য দলগুলো থেকে পর্যবেক্ষণকৃত/অর্জিত তথ্য উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের এ কাজটি শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- শিক্ষক সার্বিক উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিজের মতামত প্রদান করবেন।
- জীবনাদর্শ গুলোতে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রেখে জীবনাদর্শ অনুশীলন অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে এই অভিজ্ঞতা সমাপ্ত করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

পোস্টার/প্রতিবেদন তৈরির নমুনা ছক;		
জীবনাদর্শ	চর্চার ক্ষেত্র (পরিবার)	চর্চার ক্ষেত্র (বিদ্যালয়)
হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১. পরিবারে নিজের কাজ নিজে করব। ২. ৩.	১. সহপাঠীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখব। ২. ৩.

শিখন অভিজ্ঞতা-৯: ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব জানি, সবাই মিলে ম্যাগাজিন তৈরি করি।

শিখন যোগ্যতা : ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। অভিজ্ঞতাটি সংক্ষেপে চিত্রের মাধ্যমে দেখান হলো:

শিক্ষার্থীরা তাদের মতামতের ভিত্তিতে (গল্প, কবিতা, অনুচ্ছেদ, নাটিকা ইত্যাদি) ম্যাগাজিন তৈরি করার মাধ্যমে নিজেদের জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করবে।

(২টি সেশন)

শিক্ষার্থীরা সকলের মত নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। (প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা এবং প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ এ দুইটি ধাপ নিয়ে ১টি সেশন)

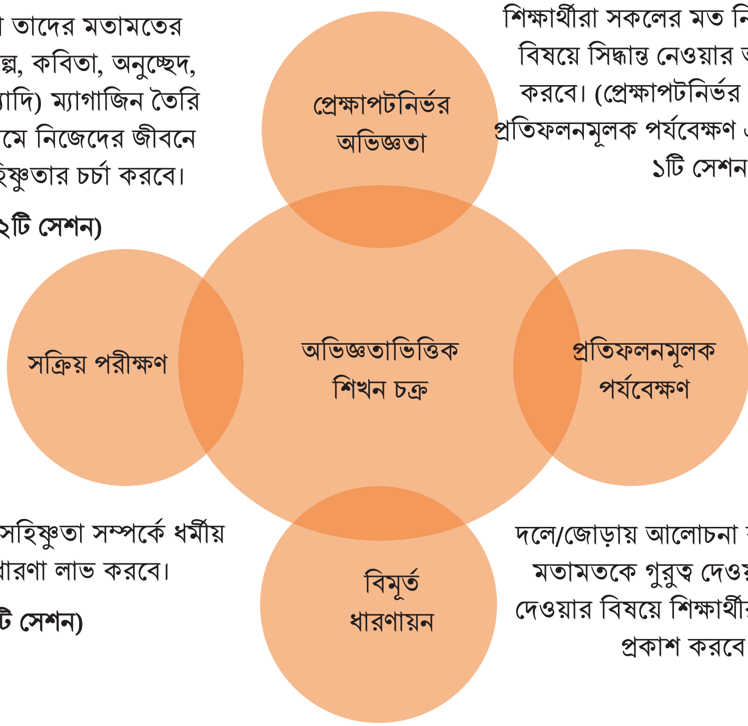

শিক্ষার্থীরা পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ধর্মীয় নির্দেশনার ধারণা লাভ করবে।

(১টি সেশন)

দলে/জোড়ায় আলোচনা করে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং না দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে।

সেশন : ১   সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
কাজ	আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক উপস্থাপন
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: দল গঠন

- শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষক সবার সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষার্থীদের এই বলে উৎসাহ দিবেন, আমরা আজকে এক/একাধিক মজার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করবো এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো।

- শিক্ষক মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে সুবিধাজনক সদস্য সংখ্যা নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন।
- শিক্ষক ৫/৬ জন সদস্য নিয়ে দল গঠন করবেন এবং দলনেতা নির্বাচন করে দিবেন।
- দল গঠনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন অনগ্রসর শিক্ষার্থী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী,বিভিন্ন লিঙ্গের ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ যথাসম্ভব প্রতিটি দলে থাকে।

কাজ- ২: আলোচনা/বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্বাচন

- দল গঠন হয়ে গেলে নিম্নের কাজটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে অথবা বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দলে কাজটি করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন।
- নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো হতে শিক্ষার্থীদের আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কের জন্য একটি বিষয় শিক্ষক নির্ধারণ করে দিবেন।
- দলে কাজটি করার সময় সব দলে গিয়ে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন। কারও বুঝতে সমস্যা হলে ক্লু/ইংগিত দিয়ে দিবেন যাতে সে নিজে কাজটি বুঝতে পারে এবং করতে সমর্থ হয়।
- কাজটি করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- কাজটি শেষ হলে প্রতিটি দল থেকে ১/২ জনকে উপস্থাপন করতে বলবেন।

আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে; (আলোচনা বা তর্ক-বিতর্কের জন্য একটি বিষয় নির্ধারণ করবেন)

- বিদ্যালয়ের শিক্ষা সফরের স্থান কোথায় হবে?
- শ্রেণিকক্ষে কে কোথায় বসবে?
- চড়ুইভাতিতে কী রান্না হবে?
- টিফিনের সময়ে কোন খেলা খেললে ভালো হয় ইত্যাদি।

কাজ- ৩: দলে আলোচনা

- প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত বিষয়টি আলোচনা করতে নির্দেশনা দিবেন।
- আলোচনার সময়ে দলের প্রত্যেক সদস্য আলাদা আলাদা মত দিতে বলবেন এবং প্রত্যেকেই নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। (এক্ষেত্রে, প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কও করতে পারে।)
- শিক্ষার্থীরা দলের আলোচনার মাধ্যমে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা উপস্থাপন করতে বলবেন। (একটি দল একাধিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে শিক্ষক তা বিবেচনায় রাখবেন।)
- শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্তগুলো বোর্ডে লিখবেন।

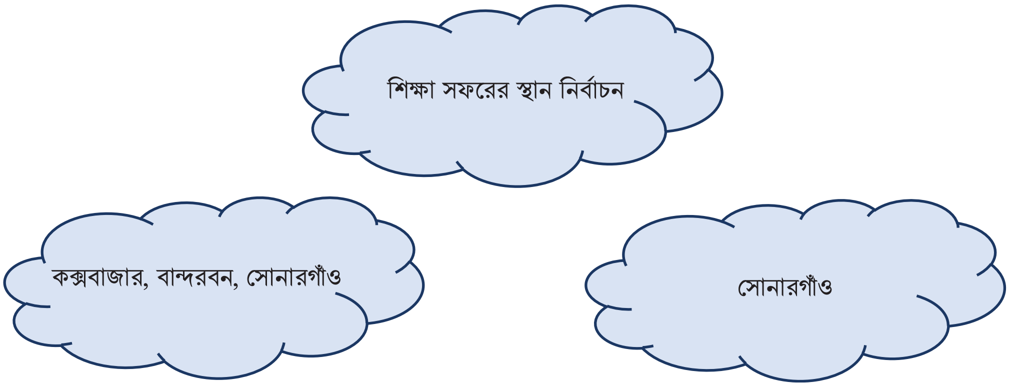

দলগুলোর আলাদ আলাদা সিদ্ধান্ত

সবদলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত

কাজ- ৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- এখন শিক্ষার্থীদের একাধিক সিদ্ধান্ত হতে একটি স্থান/খেলা/রান্নার মেন্যু (আলোচনার বিষয় অনুযায়ী) নির্বাচন করতে বলবেন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠীর সঙ্গে মিলিয়ে মতামত দিতে এবং অন্যের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতে উৎসাহিত করবেন।
- শেষ পর্যন্ত সবাই কম-বেশি পছন্দ করবে এরকম একটা সমাধানে পৌঁছোনোর চেষ্টা করবেন। তবে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের আলোচনায় সমাধান/ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে না পারলে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবেন।
- এক্ষেত্রে, সকল শিক্ষার্থী মিলে একই স্থান/খেলা ইত্যাদি নির্বাচন না করতে পারে অর্থাৎ, একই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয় তাহলে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যেনো মন খারাপ বা নিজেদের মধ্যে মনমালিন্য না করে সেদিকে বিষেশ খেয়াল রাখবেন।
- সবশেষে ধন্যবাদ বা প্রশংসামূলক বাক্য বলে আজকের পাঠ শেষ করবেন।

কাজ- ৫: 'মতবৈচিত্র্য' ছকটি পূরণ (বাড়ির কাজ)

- শিক্ষার্থীদের এই বলে নির্দেশনা দিবেন, তোমরা আলোচনার মাধ্যমে জেনেছো অপরের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে কী হতে পারে এবং অন্যের মতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কী হতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ছকটি বাড়ি থেকে পূরণ করার নির্দেশনা প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থী তার পরিবারের সদস্য/বন্ধু/শিক্ষকের সহায়তা কীভাবে নিতে পারবে তা জানিয়ে দিবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- নমুনা ছক:

নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দিলে যা হতে পারে	অন্যের মতকে গুরুত্ব দিলে যা হবে
ঝগড়া-বিবাদ অশান্তি হয়।	শান্তি বজায় থাকে।

সেশন : ২

সময় : ১ ঘন্টা/৫০ মিনিট

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা, গল্প বলা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক
বিষয়বস্তু	পরমতসহিষ্ণুতা

কাজ- ১ : বাড়ির কাজ পর্যলোচনা

- গত সেশনে প্রদত্ত 'মতবৈচিত্র্য' ছকটি দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিফলন ডায়েরি সুবিধাজনক সময়ে দেখে মূল্যায়ন করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

কাজ- ২ : পাঠ উপস্থাপন

- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা জানবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রশ্নোত্তর, ব্রেইনস্টর্মিং, আলোচনা, প্রদর্শন (মাল্টিমিডিয়া) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক পরমতসহিষ্ণুতা গুরুত্ব বা তাৎপর্য উপস্থাপন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা অর্জনের সুযোগ দিবেন।
- শিক্ষক দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে বলবেন।

কাজ- ৩: জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক নিম্নের কাজটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ২/১ মিনিট একাকী চিন্তা করতে বলবেন।
- পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার ক্ষেত্রে তালিকা তৈরি করতে বলবেন। নমুনা উত্তর শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিবেন।
- কারও বুঝতে সমস্যা হলে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।
- জোড়ায় কাজ শেষ হলে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েক জোড়াকে উপস্থাপন করার সুযোগ দিবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক ফিডব্যাক দিবেন।

"আমি বাস্তব জীবনে যেভাবে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চা করবো" উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে বাস্তব জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা চর্চার ক্ষেত্রগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।
শ্রেণিকক্ষে অন্যের মতামত গুরুত্ব দিবো। অন্য ধর্মাবলম্বীদের অবজ্ঞা, অবহেলা করবো না। ....

কাজ- ৩: অনুসন্ধান প্রতিবেদন লিখন (বাড়ির কাজ)

- নিম্নে উল্লিখিত ছকে প্রদত্ত কাজ অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষার্থী প্রদত্ত কাজটি করার জন্য ধর্মীয়গ্রন্থ বা অনলাইন সোর্স অনুসন্ধান বা মতবিনিময় করার নির্দেশনা দিবেন।
- কাজটি শেষ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন।
- বাড়িতে বয়োজ্যেষ্ঠদের সহায়তা নিতে পারবে এবং কীভাবে নিবে তা বলে দিবেন।
- এক্ষেত্রে, কোনো শিক্ষার্থী যদি অন্য ধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে তথ্য উল্লিখিত সোর্স থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ না পায় তাহলে শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত 'অন্যান্য ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা' অংশটি পড়ার সুযোগ করে দিবেন।
- অনুসন্ধানমূলক কাজটি শিক্ষার্থীদের শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠ সমাপ্ত করবেন।
- নিম্নের কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

"ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে নির্দেশনা"
(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের নির্দেশনা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থী ছকটি পূরণ করবে। এক্ষেত্রে, নিজ ধর্ম ব্যতীত বিদ্যালয়ে অন্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী/শিক্ষক বা প্রতিবেশির কাছ থেকে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য শিক্ষক সুযোগ তৈরি করবেন।

ধর্ম	পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	পরমতসহিষ্ণুতা যেভাবে চর্চা করা হয়
ইসলাম		
হিন্দু		
বৌদ্ধ		
খ্রিষ্ট		

কাজ- ৪: আগামী সেশনের প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করবে এ নিয়ে গল্প/ কবিতা/ চিত্রাংকন/ অনুচ্ছেদ/ নাটিকা লিখতে আনতে বলবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ফরম্যাটের (একই সাইজের কাগজ/পৃষ্ঠা) কাগজ ব্যবহার করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নির্ধারিত সাইজের (A4) কাগজ সরবারহ করবেন।
- শিক্ষক এই বলে উৎসাহ প্রদান করবেন তোমাদের (শিক্ষার্থীদের) এই লেখা দিয়ে তোমরা একটি ম্যাগাজিন তৈরি করবে।
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সেশনের জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশনা দিয়ে এই সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন : ৩ **সময় : ৪৫ মিনিট**

ধাপ	বিমূর্ত ধারণায়ন, সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	আলোচনা, উপস্থাপনা
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: লেখা চিত্রাংকন উপস্থাপন

- গত সেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ম্যাগাজিনের জন্য শিক্ষার্থীদের পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে লেখা/ চিত্রাংকন গল্প/ কবিতা/ অনুচ্ছেদ/ নাটিকা উপস্থাপন করতে বলবেন।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ এর নিচে হলে সকল শিক্ষার্থীকে উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ এর বেশি হলে শিক্ষক সময় বিবেচনা করে জোড়ায়/দলে উপস্থাপন করতে দিবেন।
- কোন শিক্ষার্থীর কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করতে বলবেন।
- সবশেষে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন।
- কাজটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করবেন।

কাজ- ২: শিক্ষার্থীর লেখা/ চিত্রাংকন পর্যালোচনা ও পরিমার্জন

- প্রত্যেক দলের বা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষে শিক্ষাকের ফিডব্যাকের আলোকে লেখা/ চিত্রাংকন পরিমার্জন করে পৃথক পৃথক কাগজে লিখতে/আঁকতে নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষক প্রয়োজনে নির্ধারিত সাইজের (A4) কাগজ সরবারহ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকৃত লেখা/চিত্রাংকন বলতে/দেখাতে বলবেন।
  এক্ষেত্রে, পরমতসহিষ্ণুতা নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লেখা (গল্প/ কবিতা/ চিত্রাংকন/ অনুচ্ছেদ/ নাটিকা) ম্যাগাজিনে থাকে তা নিশ্চিত করবেন।

কাজ- ৩: ম্যাগাজিনের নাম নির্বাচন

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর মতামতের ভিত্তিতে ম্যাগাজিনের একটি প্রাসঙ্গিক নাম ঠিক করবেন। যেমন নাম হতে পারে: সৌহার্দ্য, বন্ধন ইত্যাদি।
- কোন শিক্ষার্থী আজকের সেশনে লেখা/চিত্রাংকন এর কাজটি শেষ করতে না পারলে তাকে আগামী সেশনে সুস্পস্টভাবে লিখে/এঁকে আনতে নির্দেশনা দিবেন।

সেশন : ৪ **সময় : ৪৫ মিনিট**

ধাপ	সক্রিয় পরীক্ষণ
কাজ	আলোচনা, ম্যাগাজিন তৈরি
উপকরণ	সাধারণ শ্রেণি উপকরণ, পাঠ্যপুস্তক

কাজ- ১: ম্যাগাজিন তৈরি ও উন্মোচন

- কয়েকজনকে শিক্ষার্থীকে সবগুলো লেখা/চিত্রাংকন সংগ্রহের নির্দেশনা দিবেন।
- সবগুলো লেখা/চিত্রাংকন একসঙ্গে যুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। যেমন: কাগজ, কলম, সুতা, কাঁচি, আঠা, টেপ ইত্যাদি।
- এক্ষেত্রে, শিক্ষক ম্যাগজিন এর জন্য একটি কাভার পৃষ্ঠা আগেই প্রিন্ট বা ফটোকপি করে রাখতে পারেন।
- ম্যাগজিন পান্ডুলিপি আকারে তৈরি হয়ে গেলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে দিয়ে মোড়ক উন্মোচন করাবেন। (আজকের সেশনের পূর্বেই প্রধান শিক্ষককে মোড়ক উন্মোচনের বিষয়ে অবহিত করবেন)
- সবশেষ ম্যাগাজিনটি সকলের পড়ার জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন আচরণে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে এই অভিজ্ঞতা সমাপ্ত করবেন।

অন্য ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

ইসলামে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো কথা, কাজ বা ব্যবহারে কোনো রকম ক্রোধান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতার সাথে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করাই পরমতসহিষ্ণুতা।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চরিত্রের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা অন্যতম। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রকে আরো উজ্জ্বল করেছে। মহানবি (সা.) ও খলিফাগণ অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইতিহাসে তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে সহিষ্ণুতা গুণটি অর্জনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলাম মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নির্দেশনা দিয়েছে। অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোনোভাবেই আঘাত করা যাবে না। মক্কায় যারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করত তারা একবার রাসুল (সা.) এর কাছে এসে বলল, 'আপনি কিছু দিন আমাদের নিয়মে উপাসনা করবেন, আমরাও আপনার নিয়মে উপাসনা করব।' এই প্রস্তাব শুনে তিনি তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য না করে ধৈর্যধারণ করলেন। এমন সময় ওহি নাযিল হলো, "আমি ইবাদাতকারী নই যার ইবাদাত তোমরা করছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার"। (সূরা কাফিরুন, আয়াত: ৪-৬)

মহানবি (সা.)- এর পরমতসহিষ্ণুতার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। যেমন: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তির শুরুতে কুরাইশ প্রতিনিধি 'রাসুলুল্লাহ' লিখতে আপত্তি জানায়। সাহাবিগণ কিছুতেই

এই প্রস্তাব মানছিলেন না। কিন্তু মহানবি (সা.) আল্লাহর রাসুল হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে কলম দিয়ে ‘রাসুলুল্লাহ’ শব্দটি কেটে দিয়ে ‘মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ’ (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ) লিখে দিলেন। শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। তিনি পরমতসহিষ্ণুতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য নিজের মত বা বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু না হওয়ার শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনত; তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে”? (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯)

যে কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্কে প্রামাণ্য, নির্ভরযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এ কারণে ইসলাম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ইসলামের দাওয়াত প্রদানে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব”(সূরা আল-হাজ্জ , আয়াত :৮)। তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা সমালোচনার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রামাণ্য যুক্তি ব্যতিরেকে বক্তব্য প্রদান উচিত নয়।

ইসলামে সকলের প্রতি মার্জিত সম্বোধনের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এখানে ইসলামের অনুসারী এবং ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। কেননা ভদ্র ও মার্জিত ‘সম্বোধন’ সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আল-কুরআনের বিভিন্ন ‘সম্বোধন’ থেকে আমরা মার্জিত সম্বোধনের দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকি। মহান আল্লাহ নিজেকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ সকল শ্রেণির মানুষকে একত্রে একই ভাষায় সম্বোধন করেছেন। কখনও তিনি ‘হে মানব সম্প্রদায়’, কখনও ‘হে মানব জাতি’, কখনও ‘হে কিতাবধারী’ বলে সম্বোধন করেছেন। জাতি, ধর্ম, গোত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহর এই আহ্বান নিঃসন্দেহে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার অনন্য শিক্ষা। ইসলামের এই ‘মার্জিত সম্বোধন’ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আল কুরআনের মার্জিত ও মর্যাদাপূর্ণ সম্বোধন মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বিনয়ী হওয়া অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে বর্ণিত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও কোমল আচরণের স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

সর্বোপরি ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করেছে। অন্যের মতামতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। তবে কোনো উগ্র মতামত ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য সমর্থন করে না। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধিবিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে মানার পাশাপাশি অন্যকে নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেয়াই ইসলামের শিক্ষা।

হিন্দুধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

পরমতসহিষ্ণুতার মানে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কেবল নিজের মত প্রকাশ নয়, অপরকেও মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া। নিজের মতের সঙ্গে না মিললেও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেওয়া। পরমতসহিষ্ণুতা শিষ্টাচারের অঙ্গ, একই সঙ্গে ধর্মেরও অঙ্গ। হিন্দুধর্মসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম সত্য, সুন্দর, কল্যাণের কথা বলে। ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সকলে পাশাপাশি চলতে পারার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মই পরমতসহিষ্ণু হওয়ার ওপরে জোর দেয়।

হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় চর্চাকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাদরে গ্রহণ করে। এই ধর্মে

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান রকমের বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয় ঘটেছে। শিব মহিম্ন স্তোত্রে বলা হয়েছে। বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা-বাঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

ঋকবেদের শ্লোকে রয়েছে (১০.১৯১.২-৪) হে মানব, তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলে আলোচনা করো, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হোক। তোমাদের পূর্বকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরকম কর্তব্য পালন করেছে, তোমরাও তেমনটাই করো। তোমাদের সকলের মিলনের মন্ত্র এক হোক, মিলন ভূমি এক হোক, মনসহ চিত্ত এক হোক। তোমাদের সকলকে আমি একই সাম্যের মন্ত্র এবং খাদ্য ও পানীয় দিয়েছি। তোমাদের সকলের হৃদয়ের আকুতি এক হোক, হৃদয় এক হোক। মন এক হোক, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

মানবজাতির মধ্যে ভিন্নমত, বৈচিত্র্য থাকলেও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চার মাধ্যমে বেদ-এ মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই ঐক্যবদ্ধতার আহ্বানকে আমরা বাস্তব-রূপ দিতে পারি।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের বক্তারা শ্রোতাদের প্রথাগতভাবে ‘ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ’ সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে ‘ভ্রাতা ও ভগিনী’ বলে সম্বোধন করেন। অজানা-অচেনা লোকদের এভাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে শ্রোতারা মুগ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, “হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।”

সেখানে অনেকেই কেবল নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন, “যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতার ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি।”

হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, আমাদের শরীরটা আসল ‘আমি’ নয় আসল ‘আমি’ হলো আমাদের চৈতন্য বা জীবাত্মা; যা পরমাত্মারই অংশ। চৈতন্য দেহটাকে আশ্রয় করে আছে কেবল। তাই একের থেকে অপরের বাইরের আবরণে, আচরণে তফাৎ হয় কিন্তু সকলের ভেতরে একই সত্তা। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী একবার ছেলেমানুষ কার্তিক অকারণে একটা বেড়ালকে বল্লমের খোঁচা দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা ভগবতীর মুখে আঘাতের চিহ্ন। কার্তিক এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা জবাব দিলেন, এ তোমারই বল্লমের আঘাত। কার্তিক বললেন, আমি একটা বেড়ালকে আঘাত করেছি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ! ভগবতী জবাব দিলেন, আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছি। সমস্ত প্রাণীই আমার সন্তান। তুমি যাকে আঘাত করো, সে আঘাত আমাতেই লাগে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘মানুষ জাতি’ কবিতায় বলেছেন—

“কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।”

তেমনি করেই বিশ্বের সকল মানুষের গায়ের রং, পোশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি নানান কিছুতে রকমফের আছে, ভিন্নতা আছে দৃশ্যমান ‘আমি’তে। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে আসলে কোনো আত্মিক দূরত্ব নেই। সকলের আত্মা সেই এক পরমাত্মার অংশ। কালের নিয়মে সকলের আত্মাই এক পরমাত্মায় মিশে যাবে। আমাদের ইহজাগতিক জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মতভেদ— সমস্তই অসহিষ্ণুতার ফল। পরমতসহিষ্ণুতাই পারে এইসব ভেদচিহ্ন মুছে দিতে। যে-কোনো ধর্মপ্রাণ, মানবতাবাদী মানুষের প্রধানতম গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা।

শাস্ত্র অনুসারে, হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচি থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া— এই পাঁচটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। অহিংস আচরণ করবার জন্য অবশ্যই পরমতসহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। মনুসংহিতায়ও সহিষ্ণু হতে বলা হয়েছে; (৬/৯২) সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, আত্ম-সংযম, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং ক্রোধহীনতা— ধর্মের এই দশটি লক্ষণ।

'বিবিধের মাঝে মিলন মহান'—এটাই হিন্দুধর্মের মূল চেতনা। একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ব্যক্তির মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন মত ও পথের প্রতি সীমাহীন সহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ থাকা আবশ্যক। হিন্দুধর্ম যেমন অন্য ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয় তেমনি এই একই ধর্মের ভেতরে বহু মত ও পথের সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়; এখানে অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন- 'যত মত তত পথ'। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসহ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই জীবের প্রতি ভালোবাসার কথা, মানবকল্যাণের কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাম্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলেছেন- "ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য এসবই জগতের ব্যবহারিক সত্য, মনের সৃষ্টি। আমি যে জগতের লোক সেখানে নেই কোনো ভেদ, সেখানে সবই সমান-সবই সুন্দর"॥ এরকম ভেদবুদ্ধিহীন হওয়ার মূলসূত্র পরমতসহিষ্ণুতা।

দৈনন্দিন জীবনে পরমতসহিষ্ণুতার নীতিগুলি প্রয়োগ করা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রতিবেশী, সহপাঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা আমার চেয়ে আলাদা হলেও তাকে সম্মান করা উচিত। বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানবার জন্য আমাদের মনকে উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এভাবে আমরা বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

খ্রীষ্টধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা আমাদের অন্যের আচরণ এবং মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। যীশু বলেছেন(মথি ৫:৩৯পদ),''কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমাদের সংগে যে খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে অন্য গালে চড় মারতে দিয়ো।''

এ বাণীর মাধ্যমে যীশু আমাদের সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। সহিষ্ণুতা মানুষের মধ্য থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে। পবিত্র বাইবেলের (১ পিতর ২: ১৭ পদে) লেখা আছে, "সব লোককে সম্মান কর, তোমাদের বিশ্বাসী ভাইদের ভালোবাসা, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, সম্রাটকে সম্মান কর।"

যীশুর সময়ে যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এর ফলে সমাজে রেষারেষি ও হিংসা-বিদ্বেষ ছিল। যীশু উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ যেন সদ্ভাব নিয়ে মিলেমিশে থাকে। সকল মানুষ যেন পরমতসহিষ্ণু হয় অর্থাৎ অন্যের আচরণ ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান এবং তিনি সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। যীশু এ বিষয়ে (মথি ৫:৪৩-৪৫ পদ) বলেছেন, "আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো। যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর তার সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন''(মথি ৫: ৪৩-৪৫)। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই। ভাইকে অশ্রদ্ধা করে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। যীশু পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে নয়। তাই আমরা অন্যায়কারীকে সুপরামর্শ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনব। তাদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করবো। প্রার্থনা, ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে। যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী মানুষকে পরমতসহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং ভিন্ন জাতি, গোত্র, বর্ণ ও পেশার হলেও আমরা একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। পরমতসহিষ্ণুতা ব্যতীত পৃথিবীতে

শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। ঈশ্বর শাসক শ্রেণি, অন্য জাতি ও ধর্মের লোকদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সহিষ্ণুতায় বসবাস করতে বলেছেন। পবিত্র বাইবেলের যিরমিয় ২৯:৭ পদে ঈশ্বর বলেছেন, " এছাড়া যে শহরে আমি তোমাদের বন্দী হিসাবে নিয়ে গেছি সেখানকার মংগলের চেষ্টা করো, কারণ যদি সেই শহরের মংগল হয় তবে তোমাদেরও মংগল হবে।" ঈশ্বর অন্যায়কারীর প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

পরমতসহিষ্ণুতা গুণ তাদেরই আছে যারা আচরণে নম্র, ধৈর্যশীল এবং নিজ অন্তরে অন্যের জন্য ভালোবাসা অনুভব করে। পবিত্র আত্মার দেওয়া শান্তিতে আমরা সবাই মিলেমিশে বসবাস করি এবং সবসময় একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা করি।পবিত্র বাইবেলে ইফিষীয় ৪:২-৩ পদে বলা হয়েছে " তোমাদের স্বভাব যেন সম্পূর্ণরূপে নম্র ও নরম হয়। ধৈর্য ধর এবং ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে সহ্য কর। যে শান্তি আমাদের একসংগে যুক্ত করেছে সেই শান্তির মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া একতা রক্ষা করতে বিশেষভাবে চেষ্টা কর।"

খ্রীষ্টধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধ যা পালনের মধ্য দিয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ ও একতাবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।

বৌদ্ধধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। প্রাচীন ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে। সে সময় জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য প্রথার প্রচলন ছিল। শ্রেণি বিভাজনের প্রকোপ ছিল সমাজ প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সে প্রাচীন কুসংস্কার গৌতমবুদ্ধকে স্পর্শ করেনি। তথাগত বুদ্ধ প্রচার করলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নাই। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে। জন্ম দিয়ে মানুষের শ্রেণি বিভাজন হয় না। যেকোনো ব্যক্তি সম্প্রদায় হিসেবে ভিন্ন মতাদর্শের হলেও মানুষ হিসেবে সকলেই অখ- মানব সমাজের উপাদান। সে অর্থে মানুষ পরস্পর সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র ইত্যাদি ব্যক্তিকে নিদিষ্টকরণের পরিচায়ক শব্দমাত্র। তথাগত বুদ্ধ কখনো কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কোনো বাণী প্রদান করেননি। তিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বার কল্যাণেই তাঁর বাণী প্রদান করেছেন। তাঁর এই সর্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি আত্মসচেতন হতে পরামর্শ দিয়েছেন। আত্মপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের কথা বলেছেন। বিবেক জাগ্রত করার কথা বলেছেন। যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারবে। নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নিজের করণীয় বা আচরণ সম্পর্কে সচেতন হবে। পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সম্মানবোধ সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। মানুষে মানুষে এই অকৃত্রিম আন্তরিক সম্পর্কই সৌহার্দ্য। এরকম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহানুভুতির আগ্রহবোধ জাগ্রত হয় সেটিই হলো সহমর্মিতা। পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক সৃষ্টিতে এরূপ চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। এই চর্চা হবে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। যা মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতাকে বিকশিত করবে। এর জন্য মানুষের সৎ ও ন্যায় পরায়ণ হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি পরমতসহিষ্ণু হওয়াও একান্ত আবশ্যক। পরমতসহিষ্ণুতা হলো অপরের মতামতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে বিবেচনা করা। মানব জীবনে এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা এবং পর-মতসহিষ্ণুতার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

তথাগত বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় বাষট্টি প্রকার ধর্ম মতের প্রচলন ছিল। সেই ধর্মমতের অনেকগুলোর অনুসরণকারী ছিল অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক মানুষ। সেই ধর্মমত প্রচলনকারীদের সাথে বুদ্ধের অবাধ মেলামেশা ছিল। বুদ্ধ কোনো ধর্মীয় মত ও পথকে কেন্দ্র করে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বরং তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, "এসো, দেখ, উপলব্ধি করো, স্বীয় জ্ঞানে বিশ্লেষণ করো, প্রয়োজন মনে হলে গ্রহণ করো।" সেজন্য বুদ্ধ ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বীয় চেতনাকে জাগরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ নয়, আপন কর্মের মাধ্যমে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে। কোনো ধর্মমত খারাপ

বা ভাল এই মন্তব্য তিনি করেননি। এমনকি তাঁর নিজের ধর্ম-দর্শনের প্রতিও তিনি কাউকে গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করেননি। তিনি শুধু বলেছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ অন্তর চৈতন্যে জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত করতে। যার মাধ্যমে মানুষ কর্মে ও চিন্তায় সত্য, সুন্দর ও নিষ্ঠাবান হয়। অর্থাৎ, কে কোন ধর্ম মতের অনুসারী সেটি বড় কথা নয়, নিজের চেতনা ও কর্মকে আদর্শবান ও নৈতিকতা সম্পন্ন করা একান্ত আবশ্যক। এভাবে তিনি সকল প্রকার মতাদর্শের সাথে তাঁর চিন্তার সমন্বয় করতেন। সে কারণে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর ধর্মাদর্শে স্থান পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা ছাড়া সর্বজনীন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে না। আবার এই বোধ বিহীন পরিবার, সমাজ এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিময় পারবেশ সৃষ্টি হয় না। তাই মানুষের জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেই কারণে বলা যায়, মানুষের জীবনে পরিবার, সমাজে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার প্রয়োজন অপরিসীম।

সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধ মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা ছাড়া পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কখনো সুন্দর মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনা। তাই তথাগত বুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক মৈত্রী ও সদ্ভাব বজায় রাখার কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে উদারতার সৃষ্টি হয় এবং সংকীর্ণতাশূন্য হয়। আমাদের জীবনে এই পারস্পরিক সুসম্পর্ক বা স্যেহার্দ্যবোধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতাবোধের কারণেই মানুষের অন্তর হতে বৈরী ও ঈর্ষাভাব দূর হয়। মনে বিরোধ চেতনার পরিবর্তে সম্প্রীতির জাগরণ হয়। অন্তর হতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিদূরিত হয়। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত মানুষের অন্তর জগত। মানুষ পরিচিত হবে তার আপন কর্ম ও আচরণের ভিত্তিতে। জন্ম ও কোনো প্রথার ভিত্তিতে নয়। কর্ম ও অনুশীলিত আচরণই হলো ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়।

পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা করা অপরিহার্যভাবে দেখা দিয়েছে। তাই আন্তঃসামাজিক ও আন্তঃসম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বৃহত্তর লক্ষে এর অনুশীলন আমাদের করা উচিত।

“সকলে সহমত হলে শান্তি আসে না, শান্তি তখন আসে যখন ভিন্ন মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ রেখে আমরা পাশাপাশি চলতে পারি”।

রোগ প্রতিরোধে সুষম খাবার

চাহিদা অনুযায়ী শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য উপাদান যতটুকু দরকার আমাদের খাদ্য তালিকায় সেই উপাদানগুলো ততটুকু থাকলেই তা সুষম খাদ্য।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

ইসলাম শিক্ষা

পৃথিবীতে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না

–আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করো

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য